Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মু'মিনের জীবনে কুরআনের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাবেয়া বসরী

রোলঃ 216020609

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মু'মিনের জীবনে কুরআনের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাবেয়া বসরী

রোলঃ 216020609

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মু'মিনের জীবনে কুরআনের ভূমিকা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাবেয়া বসরী, আইডিঃ 216020609 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মু'মিনের জীবনে কুরআনের ভূমিকা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Rabeya

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

রাবেয়া বসরী

আইডিঃ 216020609

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১. ভূমিকা :

আল- কুরআনুল কারীম এমন একটি মহিমান্বিত কিতাব যা পুরো মানবকূলের জন্য হিদায়াহ স্বরুপ। এটি এমন এক কিতাব যেখানে সকল মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাতিতম বিষয়বস্তুর জ্ঞান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা দিয়ে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। এই কিতাব যে প্রতিটা মানুষের জন্যই তার ঘোষণা স্বরূপ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সুরাতুল কাহাফে বলেছেন -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰي عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۜ

"সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি **তাঁর বান্দার** প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি।" (১৮:১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আরো বলেছেন-

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۭ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

সে রাসূলদেরকে উজ্জ্বল নিদর্শন ও আসমানী কিতাব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। (হে নবী!) আমি তোমার প্রতিও এই কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি **মানুষের** সামনে সেই সব বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা করে।(১৬:৪৪)

যেখানে পুরো মানবজাতির জন্য কুরআন সকল বিষয়ের পথ প্রদর্শক সেখানে মুমিনদের জন্য কুরআনের ভূমিকা কতটা বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।কুরআনে এসেছে -

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ڔ فِيْهِ ڔ هُدًي لِّلْمُتَّقِيْنَ

এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, **মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত**।(২:২)

২.আল-কুরআন :

আল - কুরআন হলো কালামুল্লাহ বা আল্লাহর বাণী,আর এই বাণী সমগ্র মানবকূলের জন্য জ্ঞানগর্ভ।

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰي لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি কিতাব, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তার সম্পর্কে তোমার মনে যেন কোন সংকীর্ণতা না থাকে। যাতে তুমি তার মাধ্যমে সতর্ক করতে পার এবং তা মুমিনদের জন্য উপদেশ।(৭:২)

কুরআনুল কারীমের বেশ কিছু নাম রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হলো -

• **আল ফুরক্বন :** অর্থ পার্থক্যকারী। এই কিতাব হক্ব-বাতিল,সত্য -মিথ্যা, তাওহীদ - কুফরীর মধ্যে পার্থক্যকারী।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন- **"মহান মহিমান্বিত সত্তা তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি নাজিল করেছেন ফুরকান, যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন**।" (সূরা ফুরকান: ১)।

• **আল হাকীম :** অর্থাৎ অসীম জ্ঞানগর্ভ এবং বিজ্ঞানময় বাণীর সমষ্টি। মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় এমন কোনো ঈলম নেই যা এতে নেই। আল্লাহ বলেন-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

'হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যে তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে আর তাদেরকে পবিত্র করবে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।(২:১২৯)

• **আল মাজীদ :** অর্থাৎ মহা সম্মানিত কিতাব যা সুনিপুণভাবে সংরক্ষিত।

• **আন নুর :** অর্থ জ্যোতি, আলো। আল্লাহ বলেন -

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا

হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট আলো নাযিল করেছি। (৪:১৭৪)

এছাড়াও সুরাতুল ইউনুস থেকে কুরআনের বেশ কিছু নাম পাওয়া যায় -

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًي وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে **উপদেশ** এবং অন্তরসমূহে যা থাকে তার **শিফা**, আর মুমিনদের জন্য **হিদায়াত** ও **রহমত**। (১০:৫৭)

• **উপদেশ :** এটি এমন এক কিতাব যাতে মানুষের ইহকালীন জীবনে সকল করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব যাতে রয়েছে তোমাদের জন্য উপদেশ। (সূরা আম্বিয়া: ১০)

• **শিফা :** অর্থ প্রতিরোধ বা প্রতিষেধক। সকল প্রকার শারীরিক রোগ এবং সাথে অন্তরের রোগের প্রতিষেধক এই কিতাবে রয়েছে।

• **আল হুদা :** অর্থ হিদায়াত। অর্থাৎ এই কিতাব মানবজাতির জন্য হিদায়াত বা সরল পথনির্দশক। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল। (সূরা ইমরান: ৯)

• **রহমাহ :** অর্থ দয়া বা অনুগ্রহ। পবিত্র কুরআন পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহ নিয়ে নাজিল হয়েছে।

৩. মু'মিন:

মু'মিন হলো সেই ব্যক্তি যে ঈমান রাখবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি। একজন মু'মিন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে বেশকিছু আয়াত নাযিল করেছেন। যেমন সুরা আত তাওবার **১১২** নং আয়াতে এসেছে -

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

তারা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকূকারী, সিজ্দাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হেফাযতকারী। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।

এছাড়াও সুরাতুল মু'মিনের **১-১১** নং আয়তে এসেছে -

নিশ্চয়ই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনরা; যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত সম্পাদনকারী। যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে; নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে, কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এছাড়া অন্য কিছু কামনা করলে তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। এবং যারা নিজেদের নামাযের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। এরাই হল সেই ওয়ারিশ, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের মীরাস লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। -সূরা মুমিনূন (২৩ : ১-১১)

অর্থাৎ এসব আয়াত থেকে মুমিনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে যে গুণ গুলো পাওয়া যায়-

- **তাওবাকারী**

- **ইবাদতকারী**
- **আল্লাহর প্রশংসাকারী**
- **রুকু - সিজদাকারী**
- **সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধকারী**
- **আল্লাহর নির্ধারিত সীমার ভিতর আত্মসমর্পণকারী**
- **বিনয়ের সাথে স্বলাত আদায়কারী**
- **অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকা**
- **যাকাত আদায়কারী**
- **লজ্জাস্থানের হিফাজতকারী**
- **আমানাত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী**

৪.কুরআন থেকে জীবনের উদ্দেশ্য :

কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন -

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ۝

আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে। (৫১:৫৬)

অর্থাৎ আমাদের জীবনের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্যই হলো ইখলাসের সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার ইবাদত করা, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর ইবাদত করার পিছনে আসল ফায়দা তো আমাদেরই কেননা আমরা জানি এই দুনিয়া খুবই ক্ষণস্থায়ী, এই অল্প সময় একটু পরিশ্রম করে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে চিরস্থায়ী নিয়ামতপূর্ণ আবাসস্থলের প্রতিজ্ঞা করেছেন।

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۝

আর দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা ও তামাশা ছাড়া কিছু না। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখিরাতের আবাস উত্তম। অতএব তোমরা কি বুঝবে না? (৬:৩২)

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰيؕ

অথচ আখিরাত সর্বোত্তম ও স্থায়ী। (৮৭:১৭)

আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় চাওয়াই হচ্ছে সেই কাঙ্ক্ষিত জান্নাতে প্রবেশ করে এমন এমন সব নিয়ামত ভোগ করা যার কোনোই শেষ নেই, কোনোই সময়ের সীমাবদ্ধতা নেই।

আর আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ইবাদতের শিক্ষাও আমরা কুরআন থেকেই পায়-

At-Taubah ৯:১৮

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَي الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓي اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ۝

একমাত্র তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, ওরা হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

মু'মিনের জীবনের আসল উদ্দেশ্যই হলো পুরোপুরিভাবে আল্লাহর কাছে আত্নসমর্পণ করা।

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

যখন তার রব তাকে বললেন, ‘তুমি আত্মসমর্পণ কর’। সে বলল, ‘আমি সকল সৃষ্টির রবের কাছে নিজকে সমর্পণ করলাম’।(২:১৩১)

যখন কেউ পরিপূর্ণভাবে রবে কাছে আত্নসমর্পণ করতে পারবে, তখনই কেবল সে প্রকৃত মু'মিন ও মুখলিস বান্দা হতে পারবে।

৫.কুরআন থেকে রবের পরিচয় প্রাপ্তি:

মুমিনের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো যে রব তাদেরকে সৃষ্টি করলো, তাদের বাসোপযোগী এত এত নিয়ামতে ভরপুর দুনিয়া সৃষ্টি করলো সেই রব সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখা,,তার সিফাত গুলো জানা এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা,তার সুন্দর সুন্দর নামসমূহ ডেকে তার যিকির করা,তার কাছে দু'আ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনেই আমাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর সিফাত উল্লেখ করে অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। সবগুলো নিয়ে লিখতে বসলে সারাজীবন পার হয়ে যাবে তবুও লেখা শেষ করা সম্ভব হবে না। তাই তার অল্প কিছু সিফাত নিয়ে খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

• **আল মুহাইমিন :** অর্থ সর্বোচ্চ অভিভাবক, রক্ষাকারী দেখভালকারী। এ নামের দলিল আল্লাহ তা‘আলার নিম্নোক্ত বাণী,

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٢٣ ﴾ [الحشر : ٢٣]

“তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২৩]

• **আর রহমান- আর রহিম :** যদিও দুটো নামেরই অর্থ পরম করুনাময়,দয়ালু,তবে এদের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। রহমান হচ্ছে বিস্তৃত আর রহিম হচ্ছে বিশেষভাবে শুধুমাত্র মুমিনদের জন্য। অর্থাৎ বিষয়টি হচ্ছে এমন এই পৃথিবীতে মুসলিম,মুমিন, ফাসিক মুশরিক, কাফের,নাস্তিক সবার জন্য রহমানের রহমা/দয়া প্রযোজ্য কারন এত এত গুনাহ করার পরও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কারো রিযিক্ব বন্ধ করে দেননি, সবাইকে এক

সাথে এখনও আযাব দিয়ে ধ্বংসও করে দেননি। কিন্তু রহিমের যে রহমা সেটা শুধু মাত্র মুত্তাকিদের জন্য প্রযোজ্য যা বিচার দিবসে আল্লাহ শুধুমাত্র মুমিনদের উপর বর্ষণ করবে, কোনো কাফের, মুশরিক এই রহমা পাবে না বরং তাদের জন্য আল্লাহ সেদিন শুধুই কঠোরতা অবলম্বন করবেন।

কুরআনে আল্লাহর এই সিফাত

দিয়ে প্রচুর আয়াত রয়েছে।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ

দয়াময়, পরম দয়ালু, পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।(১:৩)

وَاِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি অতি দয়াময়, পরম দয়ালু।(২:১৬৩)

আল্লাহর এই সিফাতের মতো আমরা তার সৃষ্টিকুলের প্রতিটি জীবের, তাঁর সকল বান্দার প্রতি রহমা দেখাবো তবেই দুনিয়া ও আখিরাতে রহমান ও রহিমের রহমা আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে ইন শা আল্লাহ।

• **আস সালাম :** অর্থ শান্তি দাতা,নিরাপত্তা দানকরী। বর্তমানে ফিতনার জামানাতে আমরা কেউ মানসিক শান্তি পায় না, দেখা ভালো থাকার সব উপকরণই আছে,ভালো ক্যারিয়ার, পরিবার,খ্যাতি,সম্পদ, তবুও শান্তি নাই এর একমাত্র কারন আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ,,নিজেকে পুরোপুরিভাবে আল্লাহর কাছে আত্নসমর্পণ না করা, নফসের কথা মতোন উঠবস করা। শান্তি আসেই আল্লাহর কাছ থেকে সেখানে আল্লাহর কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত কখনোই শান্তি পাওয়া সম্ভব না। আমাদের কঠিন মূহুর্তে আস সালামের কাছেই দূ'আ করবো যেন তিনি আমাদের অন্তরকে প্রশান্ত করে দেন।আর আমরাও জমীনের বুকে কখনো কোনো অশান্তি, ফিতনার সৃষ্টি করবো না তবেই আমরা

শান্তিতে থাকতে পারবো ইন শা আল্লাহ। সুরাতুল হাশরের ২৩ নাম্বার আয়াতে এই নামটি এসেছে।

• **আল কুদ্দুস :** অর্থ মহা পবিত্র। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নিজে অতি পাক পবিত্র এবং তিঁনি পবিত্রতা পছন্দ করেন। তাই আমরা সব সময় নিজেদের শরীর,পোশাক অন্তর, নিয়ত পবিত্র রাখবো। আর আমাদের ক্বলব যেন সকল প্রকার কলুষতা, নফস ও শায়তানের কুফল থেকে পবিত্র থাকতে পারে সেই জন্য আল কুদ্দুসের কাছেই সাহায্য চাইবো।

• **আল আযিয:** মহা পরাক্রমশালী, সর্বোচ্চ শক্তির ধারক। আল্লাহর এই সিফাতটির উপর ইয়াকিন রাখলে কখনোি নিজেদের শক্তি ক্ষমতার বড়াই করা সম্ভব না।কারন মহা পরাক্রমশালী রবের সামনে আমরা খুবই খুবই খুবই তুচ্ছ। উনার বড়ত্বের সামনে আমাদের দুর্বলতা তুলনারও যোগ্য না। আমরা যখন কারো সাথে না-ইনসাফি করতে যাবো,কারো প্রতি জুলুম করতে যাবো,কারো হক্ক নষ্ট করবো তখন অবশ্যই আল আযিযের কথা স্মরণ করবো তাহলে তাঁর পাকরাও এর ভয়ে জমীনের বুকে এসব ফিতনা ফাসাদ করার সাহস আমাদের আর হবে না। আবার আমরা নিজেরা যদি কখনো জুলুমের শিকার হয় তখনও আল আযিযের কাছেই সেসব জালিমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো, নিরাপত্তা চাইবো,এতে হাজার জুলুমের শিকার হলেও আল্লাহর দ্বীনের উপর অতল থাকা সম্ভব হবে ইন শা আল্লাহ।

قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْم .

বল, ‘তোমরা আমাকে দেখাও তো, তোমরা যাদেরকে তাঁর সাথে শরীক হিসেবে যুক্ত করেছ (তারা কোন সত্তা?) কখনো নয়, বরং তিনিই আল্লাহ, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। (৩৪:২৭)

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۙ

তিনিই গায়েব ও হাযির সম্পর্কে জ্ঞাত, মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (৩২:৬)

• **আল হাকিম :** অর্থ মহাপ্রজ্ঞাবান,মহাজ্ঞানী, হিকমতওয়ালা। আমাদের জীবনের বিপদ বা কষ্টের মূহুর্তে আমরা অধৈর্য হয়ে যায় অথচ প্রতিটা ঘটনার পিছনে আল্লাহর হিকমাহ থাকে ,অবশ্যই তাতে আমাদের জন্য কোনো না কোনো কল্যানকর বিষয় লুকিয়ে থাকে। অন্তরে এই বিশ্বাস রাখলে বিপদে ঈমান শক্ত রাখা সহজ হয়।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ۠

আর নিশ্চয় তোমার রব, তিনি তো মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।(২৬:১০৪)

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰي وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۟

আর আল্লাহ তো তা করেছেন কেবল সুসংবাদস্বরূপ এবং যাতে এর দ্বারা তোমাদের অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয় এবং সাহায্য তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৮:১০)

আমাদের দৈনন্দিন সকল কাজে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য হিকমতের সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, তাই আমার সব সময় আল্লাহর কাছে হিকমাহ চাইবো।কুরআনেই আমরা একটি সুন্দর দূ'আ পায় -

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۙ

‘হে আমার রব, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে শামিল করে দিন’। (২৬:৮৩)

• **আল খালিক :** অর্থ সৃষ্টিকর্তা। এই পৃথিবী, আকাশমন্ডলী,বিশাল মহাকাশ, মহাজগৎ,আমাদের জ্ঞানের ভিতর এবং জ্ঞানের উর্ধ্বে যত সৃষ্টি রয়েছে, যত প্রাণী রয়েছে সবকিছুই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সৃষ্টি করছেন বিন্দুমাত্র কারো সাহায্য ছাড়া। আর তিনি প্রতিটি প্রাণীকে সৃষ্টি করছেন অত্যন্ত সুন্দরতম আকৃতিতে।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ
তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত কর। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর তত্ত্বাবধায়ক। (৬:১০২)

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۙ وَّهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ
আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। (৩৯:৬২)

আল খালিক নামের সাথে আরো দুইটি সিফাত একত্রে আসে তা হলো **আল বারি** (বাস্তবায়নকারী) **ও আল মুসাওয়ির** (রুপদানকারী)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সমস্ত সৃষ্টিজগত সৃজন করেছেন কোনো পূর্ব আকৃতি ব্যতীত এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর হিকমত অনুসারে তিনি সেগুলোকে সুবিন্যস্ত ও সুকাঠামো গঠন করেছেন এবং তাঁর প্রজ্ঞা অনুসারে সৃষ্টিজগতকে আকৃতি দান করেন যখন তারা অস্তিত্বে ছিল না। তিনি এ মহান গুণে সর্বদা ছিলেন ও থাকবেন।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰي ۗ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ
তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তার মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৫৯:২৪)

• **আল গফুর :** অর্থ অতি ক্ষমাশীল। মানুষ মাত্রই ভুল। আমাদের গুনাহ যতই চরম পর্যায়ে হোক,পরিমানে যতই বেশি হোক না কেন আমাদের রবের দয়া তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি, তিঁনি সেগুলোকে এমনভাবে ক্ষমা করে দেন যেন কোনো দিন সেই গুনাহগুলো আমরা করিইনি,তবে তার জন্য প্রয়োজন নেক নিয়তে প্রচন্ড অপরাধবোধের সাথে,

ইখলাসের সাথে তাওবা করা, আর জীবনে কোনো দিনও ওই সকল গুনাহের ধার কাছেও না যাওয়ার পাক্কা নিয়ত করা। গফুর নামটার সাথে আরো ২ টি নাম আসে **আল গফফার, আল গফির** এই সিফাতের অর্থও অসীম ক্ষমাশীল। তবে তিনটার মধ্যে খুবই সুক্ষ্ম কিছু পার্থক্য রয়েছে, গফির -(এমনভাবে ক্ষমা করা যে কোনো দিন গুনাহের অস্তিত্বই ছিল না),, গফুর -(চরম পর্যায়ের গুনাহ মাফ করা) গফফার -(পরিমাণে অনেক বেশি গুনাহ মাফ করা)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সর্বোচ্চ ক্ষমাশীল তাই একমাত্র তাঁর কাছেই আমরা ক্ষমা চাইবো তাতে আমাদের গুনাহের পরিমাণ যতই বেশি আমরা কখনোই তাঁর ক্ষমার ব্যাপারে নিরাশ হবো না।আর আল গফুরের এই সিফাত থেকে আমরাও শিক্ষা নিব,ছোট বড় সবাইকে ক্ষমা করার মন মানসিকতা রাখবো ইন শা আল্লাহ। একটা কথা সব সময় মাথায় রাখবো আমরা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ক্ষমা করে দিই তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লাও আমাদের গুনাহ গুলো ক্ষমা করে দিবেন ইন শা আল্লাহ। কুরআনে বহু জায়গায় আল্লাহর এই সিফাত এসেছে।

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا
আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি যুলম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৪:১১০)

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِيْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ۗ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۝
'আর আমি আমার নাফসকে পবিত্র মনে করি না, নিশ্চয় নাফস মন্দ কজের নির্দেশ দিয়ে থাকে, আমার রব যাকে দয়া করেন সে ছাড়া। নিশ্চয় আমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। (১২:৫৩)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝
'হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন'।(১৪:৪১)

• **সামীউল বাসীর :** সামী'উ অর্থ সর্বশ্রোতা, আর বাসীর হলো সর্বদ্রষ্টা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা প্রতিটা মূহুর্তে পৃথিবীর প্রতিটা কোণা দেখছেন এবং প্রত্যেকের কথা শুনছেন।কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টির বাইরে নয়। যখন শায়তান আমাদেরকে গোপন কোনো গুনাহের ওয়াসওয়াসা দেয় তখন আল্লাহর এই সিফাত গুলো বার বার স্মরণ করা উচিত যে কেউ না দেখুক আমার রব আমাকে দেখছেন,আর আমার প্রতিটা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কৃতকর্ম লিপিবদ্ধ থেকে যাচ্ছে যার জন্য আমাকে বিচার দিবসে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। অন্তরে এই ভয় থাকলে গোপন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যাবে ইন শা আল্লাহ।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

যে দুনিয়ার প্রতিদান চায় তবে আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিদান রয়েছে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।(৪:১৩৪)

• **আল হাইয়্যুল ক্বইয়্যুম :** চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।

اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ؕ

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত ধারক।(৩:২)

• **ওয়াহিদ :** অর্থ এক। আমাদের রব একমাত্র আল্লাহ এবং তিঁনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউই নেই। তাঁর সাথে কারো শরীক করলে কখনোই ঈমান থাকবে না। একজন মু'মিন ব্যক্তি কখনোই শিরক করতে পারে না।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ

বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।(১১২:১)

وَلَمْ یَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।(১১২:৪)

• **আস সমাদ :** অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা দুনিয়ার কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী নন।আমরা যে ইবাদত করি তিনি সেটারও মুখাপেক্ষী নন।পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ যদি আল্লাহর ইবাদত করা বন্ধ করে দেয় তবে আল্লাহর বড়ত্ব, গৌরব, মর্যাদা বিন্দুমাত্র কমবে না, ।আমরা আল্লাহর ইবাদত করি আমাদের নিজেদের ফায়দার জন্য কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টিতেই আছে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যান। আমরাও দুনিয়াতে কখনোই কোনো অন্যায়ের কাছে, শিরকের সামনে,কাফের মুশরিকদের সামনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে ভয় পাবো না।সব সময় মনে রাখবো আল্লাহর শক্তির কাছে সবকিছুই ঠুনকো।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَي اللهِ ۚ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ۞

হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত। (৩৫:১৫)

এছাড়াও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার আরো অসংখ্য সিফাত রয়েছে।

আল জাব্বার- দূর্বার,আত তাওয়াব- তাওবা গ্রহনকারী, ওয়াহহাব - মহাদাতা , ওয়াদুদ - পরম মমতাময়ী ,হাফিয- হিফাজতকারী,কহহার - শাস্তিদানকারী, বারর- কল্যানদানকারী,হাদী- হিদায়াহ দাতা, রশীদ - সরলপথ প্রদর্শনকারী, ওয়াকীল - প্রতিনিধি, ওলী - অভিভাবক, হালিম- পরম ধৈর্য্যশীল, সবরকারী,হাকাম - মহা বিচারক, আদাল - ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী, হাসিব - হিসাবগ্রহণকারী, মু্জিব - দু'আ কবুলকারী, মাজিদ- মর্যাদাবান, হামিদ - প্রশংসিত, গনীঈ - মহা সম্পদশালী, কারীম- মহা উদার, শাকুর- গুণগ্রাহী, মালিকুল মুলক- সমস্ত রাজ্যের মালিক।

৬. কুরআন পাঠের ফযিলত :

উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "**তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে নিজে কুরআন শিখে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।**" (সহীহ বুখারী :৫০২৮)। কুরআন এমন এক মহিমান্বিত কিতাব যা পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বেশি বার পঠিত। কুরআন পাঠের মাধ্যমে মুমিনের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। রসূল (স.) কুরআন পাঠের ফযিলত সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নিচে আলোচনা করা হলো :

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.

যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়ল তার জন্য রয়েছে একটি নেকী। আর একটি নেকী **দশ নেকী** সমতুল্য। নবীজী বলেন, আমি বলছি না যে, আলিফ লাম মীম- একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। (তিরমিযী :২৯১০)

আমরা সারাজীবন ধরে দুনিয়াবি কত পড়াশোনাই না করি কিন্তু মৃত্যুর সাথে সাথেই এসব পড়াশোনার দাম একদম শূন্য হয়ে যায়,অথচ কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে দুনিয়া - আখিরাতে যেমন আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে,আবার মাত্র একটা হরফেই দশ নেকি,সেখানে একটি আয়াতে কতগুলো হরফ থাকে আর পুরো কুরআন খাতমাহ দিলে তো কত কত সওয়াব পাওয়া যাবে ইন শা আল্লাহ যা বারযাখের দুনিয়ায় আমাদের জন্য নূর হয়ে থাকবে এবং বিচার দিবসে আমাদের নেকির পাল্লা সহজেই অনেক অনেক ভারী করবে ইন শা আল্লাহ।

২.রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ.

যারা উত্তমরূপে কুরআন পড়বে তারা থাকবে অনুগত সম্মানিত ফিরিশতাদের সাথে। আর যে কুরআন পড়তে গিয়ে আটকে আটকে যায় এবং কষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে **দ্বিগুণ** সওয়াব। -(সহীহ মুসলিম:৭৯৮)

অনেকে মুখের জড়তার কারণে, বার্ধক্যের কারনে, বা নানা সীমাবদ্ধতার কারণে সহজে তিলাওয়াত করতে পারে না আটকে যায়, অনেকের অনেক চেষ্টার পরও মাখরাজ, গুন্নাহ, মাদ ঠিক হতে চায়। তবুও কুরআনের প্রতি ভালোবাসা থেকেই তারা এত কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কখনোই কুরআন বিমুখ হয়না, একদিনের জন্যও তিলাওয়াত ছেড়ে দেয় না, মূলত এমন মানুষদের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব ইন শা আল্লাহ।

৩.রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ.

তোমরা কুরআন পড়। কেননা কিয়ামতের দিন কুরআন তার **'স্বাহিবের'** জন্য সুপারিশ করবে। -(সহীহ মুসলিম: ৮০৪)

(কুরআনের স্বাহিব হলো সেই ব্যক্তি যিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, হিফয, চিন্তা- চর্চা নিয়ে মশগুল থাকেন এবং কুরআনের সকল আদেশ-নিষেধ-উপদেশ নিজের জীবনে সঠিকভাবে প্রয়োগ করেন।) স্বাহিবে কুরআন দুনিয়াবাসি, ফেরেশতাকূল এবং স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে অনেক অনেক বেশি সম্মানিত।

৪.আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

(কেয়ামতের দিন) স্বাহিবে কুরআনকে বলা হবে, তুমি তিলাওয়াত করতে থাক এবং **(উপরের দিকে)** চড়তে থাক। তুমি উত্তমরূপে তিলাওয়াত করতে থাক যেভাবে দুনিয়াতে

সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করতে। কেননা তুমি যতটুকু পর্যন্ত পড়বে সেখানে হবে তোমার **ঠিকানা**। -(জামে তিরমিযী: ২৯১৪)

যারা দুনিয়ায় কুরআনের হক্ক যথাযথভাবে আদায় করবে,কুরআনকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতে পারবে তাদেরকে জান্নাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলবেন তোমরা তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকো যেমনটা দুনিয়াতে করতে আর প্রত্যেকটা আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে তাদের একটা করে মর্যাদার স্তর উপরে উঠতে থাকবে, এভাবে তিলাওয়াত করতে করতে যেখানে তাদের তিলাওয়াত শেষ হবে সেটাই হবে জান্নাতে তাদের ঠিকানা। সুবহান আল্লাহ, কতই না উত্তম নিয়ামাহ।

৫.আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরআন পাঠকারী মুমিনের উদাহরণ হচ্ছে ঠিক বাতাবী লেবুর মত; যার ঘ্রাণ উত্তম এবং স্বাদও উত্তম। আর যে মু'মিন কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক খেজুরের মত; যার (উত্তম) ঘ্রাণ তো নেই, তবে স্বাদ মিষ্ট। (অন্যদিকে) কুরআন পাঠকারী মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুগন্ধিময় (তুলসী) গাছের মত; যার ঘ্রাণ উত্তম, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক মাকাল ফলের মত; যার (উত্তম) ঘ্রাণ নেই, স্বাদও তিক্ত। (সহীহ বুখারী-৫০২০)

এছাড়াও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে মুমিনের সাথে তিলাওয়াতের খুব সুন্দর একটি সমীকরণ বলে দিয়েছেন -

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ اٰیٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِیْمَانًا وَّ عَلٰی رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُوْنَ.

মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমানের

উন্নতি সাধন করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। -সূরা আনফাল(৮:২)

আমরা মানুষেরা সীমাবদ্ধ যার কারনে প্রতিনিয়তই আমাদের ঈমানের লেভেল উঠা নামা করে,যা বার বার পুনঃ জাগাতে হয়। আর মু'মিন ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধির একটি উত্তম পন্থা হচ্ছে তিলাওয়াতের মাধ্যমে রবের স্মরণ এবং কুরআনের বাণী নিজের জীবনে উত্তমরূপে প্রয়োগ। কুরআন তিলাওয়াত ও তার উপদেশাবলী জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমেই আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা পাবো ইন শা আল্লাহ।

৭. উত্তম আখলাক গঠনে কুরআন :

আখলাক এমন এক জিনিস যার দ্বারা একজন মানুষ ভালো নাকি খারাপ তা বিচার করা হয়। আর যেখানে কুরআন মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক সেখানে কুরআনেই যে উত্তম আখলাক গঠনের সব নির্দেশনা দেওয়া থাকবে সেটা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। উত্তম চরিত্র ঈমানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যার চরিত্র সুন্দর হয় না সে কখনোই মু'মিন হতে পারবে না। মানুষের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন আচরণের প্রতিফলন ঘটে। সেই আচরণ গুলোই কখন কেমন হওয়া উচিত তা কুরআনেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

• **উত্তম আচরণ :** একজন ব্যক্তির সারাটা জীবনে কত কত মানুষের সাথে চলা ফেরা করতে হয়,বাবা-মা আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী সন্তান,শিক্ষক সহপাঠী, সহকর্মী, প্রতিবেশি, সামাজিক সেবা দানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্মী,রাষ্ট্রের প্রতিনিধি,যানবাহনের চালক,বাজার সদাইয়ের বিক্রেতা সহ আরো কত মানুষ। একজন মু'মিনের আসল পরিচয় তখনই ফুটে উঠবে যখন সে প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে। তার কোনো আচরণে

কেউ যেন কষ্ট না পায়,আঘাত না পায় সেদিকে সর্বদা সচেতন থাকবে। কাউকে কটু কথা বলবে না। সকলের হক্ব ঠিকঠাক ভাবে আদায় করবে।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ

সুতরাং যে মুমিন অবস্থায় সৎকাজ করে তার প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করা হবে না। আর আমি তো তা লিখে রাখি।(২১:৯৪)

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰي وَالْيَتٰمٰي وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰي وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ

তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়-প্রতিবেশী, অনাত্মীয়- প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী। (৪:৩৬)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓي اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓي اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

হে ঈমানদারগণ, কোন সম্প্রদায় যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোন নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতইনা নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালিম।(৪৯:১১)

• **ক্ষমার মানসিকতা :** আল্লাহ নিজে আল গফফার অসীম ক্ষমাশীল এবং তিঁনি সেসব বান্দাদের ভালেবাসেন যারা তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করে। মু'মিনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে যেকোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সবাইকে ক্ষমা করে দিবে।

কারো প্রতি মনে কোনো বিদ্বেষ রাখবে না তবেই তার জন্য থাকবে আল্লাহর ওয়াদাকৃত পুরস্কার । আর মু'মিনদের জন্যই রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা।

لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

যাতে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের আযাব দেন। আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৩:৭৩)

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ۚ

আর যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়।(৪২:৩৭)

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَي اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোস নিস্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ যালিমদের পছন্দ করেন না।(৪২:৪০)

• **অশ্লীল কথা বা কাজ থেকে দূরে থাকা :** কোনো মু'মিন ব্যক্তির মুখ দিয়ে কখনো কোনো অশ্লীল কথা উচ্চারিত হতে পারে না। কারণ অশ্লীল কথা বা কাজ ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ও অসন্তুষ্ট হন।

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰي

যারা ছোট খাট দোষ-ত্রুটি ছাড়া বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে, নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমার ব্যাপারে উদার, তিনি তোমাদের ব্যাপারে সম্যক অবগত। যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মাতৃগর্ভে

ভ্রূণরূপে ছিলে। কাজেই তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। কে তাকওয়া অবলম্বন করেছে, সে সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত।(৫৩:৩২)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ
আর মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বেহুদা কথা খরিদ করে, আর তারা ঐগুলোকে হাসি-ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।(৩১:৬)

لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا
মন্দ কথার প্রচার আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে কারো উপর যুলম করা হলে ভিন্ন কথা। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।(৪:১৪৮)

• **গোপন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা :** সব সময় একটা কথা মাথায় রাখা যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে দেখছেন আমাদের প্রতিটা কর্মকান্ড লিপিবদ্ধ থেকে যাচ্ছে এবং তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۚ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا
আর যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ- এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।(১৭:৩৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মু'মিন পুরুষ নারীকে নিজেদের চরিত্র সংরক্ষণের আদেশ দিয়েছেন এবং কঠোরভাবে নির্দেশ করেছেন যেন মু'মিনরা দৃষ্টির হিফাজত ও লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। কারণ কোনো সমাজ থেকে যদি লজ্জাশীলতা উঠে যায় তবে সেই সমাজ ধ্বংস হতে আর বাকি থাকে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন -

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذٰلِكَ اَزْكٰي لَهُمْ ۚ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।(২৪:৩০)

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰي جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰي عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَتُوْبُوْٓا اِلَي اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝

আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।(২৪:৩১)

• **গীবত না করা :** গীবত মানে হচ্ছে কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে বাজে কথা বলা দুর্নাম করা। হতে পারে যার নামে গীবত করা হচ্ছে সে আসলেই কাজটা করেছে তবুও তার অনুপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে না। গীবতকে আল্লাহ মৃত্যু ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন অর্থাৎ বোঝায় যায় এটা কতটা নিকৃষ্ট একটি কাজ।আর এই নিকৃষ্ট কাজটি মহিলাদের মধ্যে বেশি চর্চা হয়, যার কারনে জাহান্নামের অধিকাংশ

অধিবাসী হবে নারী। অনেক অনেক আমল করার পরও শুধু মাত্র গীবতের চর্চার জন্য তাদের জাহান্নামে প্রেরণ করা হবে।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۙ

দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে নিন্দাকারী ও পেছনে গীবতকারী।(১০৪:১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে হিফাজত করুক। গীবত এমন একটা নিকৃষ্ট কাজ যারা দ্বারা একদিকে ভাতৃত্বের সম্পর্ক নষ্ট হয় আবার সমাজে শান্তি ও বিনষ্ট হয়। তাই এমন একটা জঘন্য কাজকে এড়িয়ে চলা একজন মু'মিন ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু।(৪৯:১২)

• **অহংকার না করা :** অহংকার হলো আল্লাহর শান তাই তাঁর কোনো বান্দার এটি শোভা পায় না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কোনো অহংকারী ব্যক্তিকে ভালোবাসেন না। অহংকারী ব্যক্তির জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে চরম লাঞ্ছনা।

لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰي مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَاۤ اٰتٰىكُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۙ

যাতে তোমরা আফসোস না কর তার উপর যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে। আর আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।(৫৭:২৩)

وَاِذَا تُتْلٰي عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰي مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْۤ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

আর তার কাছে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শুনতে পায়নি, তার দু'কানে যেন বধিরতা; সুতরাং তাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। (৩১:৭)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۖ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۚ
'আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না'।(৩১:১৮)

• **ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা :** একজন মু'মিন ব্যক্তি প্রতিটা সেক্টরে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। ন্যায় প্রতিষ্ঠার খাতিরে যদি নিজের পরিবার আপনজনের বিরুদ্ধও যেতে হয় তবুও শুধু মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মু'মিন ব্যক্তি তাই করবে, এমনটাই আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দেন। আর সকলেই যদি এই শিক্ষা অনুযায়ী চলে তবে সমাজে আর কেনো বিশৃঙ্খলা থাকবে না।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓي اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ اَوْلٰي بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓي اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا
হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। যদি সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ উভয়ের ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে- পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা এড়িয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমরা যা কর সে বিষয়ে সম্যক অবগত।(৪:১৩৫)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓي اَلَّا تَعْدِلُوْا ۖ اِعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰي ۗ وَاتَّقُوا اللهَ ۖ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষদানকারী হিসেবে সদা দন্ডায়মান হও। কোন কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনভাবে প্ররোচিত না করে যে,

তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।(৫:৮)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَإِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে রাসূল। তারপর যখন তাদের রাসূল আসে, তাদের মধ্যে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করা হয় এবং তাদের যুলম করা হয় না।(১০:৪৭)

• **পরোপকারীতা :** মানুষের সদ্‌গুণাবলির অন্যতম হচ্ছে পরোপকার। একে অপরের সহযোগিতা ছাড়া জীবন যাপন করা কঠিন। যখন কোনো সমাজে একে অপরের প্রতি সহযোগিতা হ্রাস পায়, সে সমাজের মানুষ সব দিক দিয়েই পিছিয়ে পড়ে। সে সমাজে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, শান্তি বিলুপ্ত হয়, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা তিরোহিত হয়।

ইসলাম সহানুভূতির ধর্ম। পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহযোগিতা ইসলামের অন্যতম বিষয়। রাসুলে কারিম (সা.) বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। তাই পরোপকারের চেতনায় কোনো শ্রেণিভেদ নেই। বড়-ছোট, ধনী-গরিব, আত্মীয়-অনাত্মীয়, স্বজাতি-বিজাতি, মুসলিম-অমুসলিম এসব ব্যবধানের উর্ধ্বে উঠে ইসলামের শান্তি ও সৌহার্দ্যের সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মুমিন মিলেমিশে থাকে। তার মধ্যে ভালো কিছু নেই, যে মিলেমিশে থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি মানুষের বেশি উপকার করে, সে-ই শ্রেষ্ঠ মানুষ।' (আল-মুজামুল আওসাত: ৫৭৮৭)।

পরোপকারী হতে হলে অনেক ধনসম্পদের মালিক হতে হবে এমন নয়। প্রত্যেক মানুষই তার নিজ নিজ অবস্থানে থেকে পরোপকারী হতে পারে। পরোপকার নির্দিষ্ট সীমারেখায় আবদ্ধ নয়; ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে এবং শারীরিক, আর্থিক ও মানসিক কর্মকাণ্ডে এর পরিধি পরিব্যাপ্ত ও বিস্তৃত।

• **অপচয় না করা :** অপচয়কারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। অপচয়ের কারণে বারাকাহ কমে যায়। মুমিন ব্যক্তি না সময়ের অপচয় করে নাকি খাবার, না অন্য কেনো আনুষাঙ্গিক

জিনিসপত্রের। বরং প্রত্যেকটা জিনিসের যথাযথ মূল্যায়ন করে। কারণ সনয় একবার চলে গেলে তা আর কখনোই ফিরে আসে না, যখন হাতে সময় শেষ হয়ে যায় তখনই তার মূল্য বুঝে আসে,তাই সময়ের কাজ সময়ে শেষ করা বাঞ্চনীয়। আবার খাবার অপচয় তো একদমই করা উচিত নয় কারন দুনিয়াতে কত মানুষ না খেয়ে থাকে আর আল্লাহ আমাদেরকে রিযিকে আধিক্য দিয়েছে বলেই যে তা অপচয় করবো তা কখনোই কাম্য নয় বরং এটাও আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরুপ। মুমিন ব্যক্তি নিজেও অপচয় করবে না অন্যকেও সাধ্যমত অপচয়ের কুফল সম্পর্কে বুঝিয়ে তা থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে।

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।(১৭:২৭)

• **আমানতের খিয়ানত না করা :** মুনাফিকের তিন বৈশিষ্ট্য - ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ২. আমানতের খিয়ানত করে, ৩. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। আর কোনো মু'মিনের মধ্যে মুনাফিকের কোনো বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মুমিনদেরকে বিশ্বস্ততার সাথে আমানতদারী করে বলেছেন।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰي يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰي ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۙ

আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, সুন্দর পন্থা ছাড়া। যতক্ষণ না সে পরিণত বয়সে উপনীত হয়, আর পরিমাপ ও ওযন ইনসাফের সাথে পরিপূর্ণ দেবে। আমি কাউকে তার সাধ্য ছাড়া দায়িত্ব অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ইনসাফ কর, যদিও সে আত্মীয় হয় এবং আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ কর। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (৬:১৫২)

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰي خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

সুতরাং তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদেরকে লা‘নত দিয়েছি এবং তাদের অন্তরসমূহকে করেছি কঠোর। তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তার একটি অংশ তারা ভুলে গিয়েছে এবং তুমি তাদের থেকে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হতে থাকবে, তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে যাও। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।(৫:১৩)

• **প্রতারণা না করা :** মু'মিন ব্যক্তি কখনো প্রতারণা করবে না এবং কখনো প্রতারিত হবে না।রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘ধোঁকাবাজ ও প্রতারণাকারী জাহান্নামে যাবে।’ (ইবনে হিব্বান : ৬৪০৮)। প্রতারণা, শঠতা, ধোঁকাবাজি নিঃসন্দেহে সামাজিকভাবেও বড় অপরাধ। দুনিয়ায় এসব অপরাধের শাস্তি হোক বা না হোক আখেরাতে সব অপরাধের বিচার হবে। মানুষের মাঝে ন্যূনতম এই মানসিকতা জাগ্রত হলেও অনেকাংশেই কমে আসবে এসব অপরাধ। আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের শাস্তি সম্পর্কে সচেতন হলে অনেক অপরাধ অবদমিত হয়ে যায়। সবাইকে অবহিত করতে হবে যে, দুনিয়াতে মানুষের চোখকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আখেরাতে আল্লাহর দরবারে সব কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। সেখানে কোনো বিষয়ে দুর্নীতি, ব্যক্তি বা জাতির হক আত্মসাৎ প্রমাণিত হলে তার জবাবদিহি করতে হবে এবং পরিণামে জাহান্নামের মারাত্মক আজাবের সম্মুখীন হতে হবে। যা থেকে বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না। সেদিন হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপরাধীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ, ‘আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব তাদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। (সুরা ইয়াসিন : ৬৫)। আল্লাহর সামনে হিসাব দিতেই হবে, এই মানসিকতার বিস্তার হলে অপরাধ বন্ধ হবে।

প্রত্যেক মুমিনের আরও প্রতিজ্ঞা হওয়া দরকার আমি কাউকে ধোঁকা দেব না, কারও ধোঁকায় পড়বও না। আমরা যে সমাজে বাস করি সেখানে সর্বত্রই ভেজালের ছড়াছড়ি। ধোঁকা প্রতারণার জাল বিস্তার করছে সর্বত্র। কে কাকে ঠকাবে সে চিন্তায় ব্যস্ত সবাই। অথচ মুসলমানদের আদর্শ এটা নয়, আমাদের নবীজির আদর্শ এটা নয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুমিন কখনও এক গর্তে দুবার পা দেয় না।' (মুসনাদে আহমাদ : ৮৭০৯)। নবীজি (সা.) আরও বলেছেন, 'মুমিন কাউকে ধোঁকা দেয় না এবং ধোঁকা খায় না।' (তিরমিজি)। আমাদের সমাজকে যদি শান্তি ও সুখময় করতে হয়, যদি শান্তির অনাবিল নীড় গড়তে হয়, তা হলে অবশ্যই আমাদেরকে ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়তে হবে এবং এ থেকে সতর্কও থাকতে হবে। আল্লাহ সবাইকে বোঝার ও আমল করার তওফিক দান করুক। আমিন।

• **মিথ্যা না বলা** : কোনো মু'মিন কখনোই মিথ্যাচার করতে পারে না। মিথ্যা হচ্ছে সকল পাপের মূল কারণ একটা মিথ্যা ঢাকতে যেয়ে আরো হাজারটা মিথ্যা বলতে হয়।রাসুলুল্লাহ (সা.) সাবধানবাণী ঘোষণা করেছেন, 'অবশ্যই তোমরা মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকবে, কেননা নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা অপকর্মের দিকে পরিচালিত করে এবং অপকর্ম দোজখের দিকে পরিচালিত করে। আর যে ব্যক্তি সদা মিথ্যা কথা বলতে থাকে ও মিথ্যার অনুসন্ধান করতে থাকে, সে অবশ্যই আল্লাহর কাছে পরম মিথ্যাবাদী বলে লিখিত হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)। সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ্ হচ্ছে চারটি: আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া ও মিথ্যা কথা বলা। বর্ণনাকারী বলেন: হয়তোবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া"।(বুখারী ৬৮৭১; মুসলিম ৮৮)

মিথ্যাচারীতা মুনাফেকির বৈশিষ্ট্য তাই মু'মিন সবসময় সত্যবাদিতার চর্চা করে।

এছাড়াও মুমিনগণের মধ্যে যেসকল গুণাবলী থাকা বাঞ্ছনীয়

• সময়ের সদ্ব্যবহার

• নিয়মিত আত্নীয় প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নেওয়া

- নিয়মিত দান সাদকা করা,
- যাকাত আদায়ের মাধ্যমে গরীবের হক্ক পৌঁছে দেওয়া
- লোক দেখানো ইবাদত না করা
- হক্ক কথা বলতে বা হক্ক কাজ করতে নিন্দুকের নিন্দার ভয় না করা
- সাহসীকতার সাথে অন্যায়ের প্রতিবাদ
- হিকমতের সাথে যেকোনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ
- রাগ নিয়ন্ত্রণ
- জবানের হিফাজত
- জীবনের সকল কাজে সুন্নাহর প্রতিফলন
- নৈতিকতার শিক্ষা
- আল্লাহর যিকিরে মশগুল
- উম্মাহর ফিকির
- শালীনতার সাথে চলাচল
- কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করা
- কারো শোকে সহানুভূতি প্রদর্শন
- যথাসম্ভব তর্ক এড়িয়ে চলা

৮. বান্দার হক্ক আদায়ে সচেতনতা :

সামগ্রিকভাবে হক্কসমূহকে বিশ্লেষণ করলে ২ ধরনের হক্ক পাওয়া যাবে, ১. রবের হক্ক, ২. বান্দার হক্ক। রবের হক্ক হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত সংক্রান্ত অর্থাৎ স্বলাত, সাওম,হাজ্জ যাকাত ইত্যাদি। আর বান্দার হক্ক হচ্ছে দুনিয়ায় জীবনযাপনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়াবলী নিয়ে যেমন- ব্যবসায়িক, লেনদেন, নিকাহ,সন্ধি চুক্তি,ইত্যাদি। কেউ যদি আল্লাহর হক্ক নষ্ট করে তবে বিচার দিবসে বিনা ক্ষতিপুরণে আল্লাহ চাইলে তাঁর রহমাহ দিয়ে ক্ষমা করে দিতে পারেন কিন্তু বান্দার হক্ক নষ্ট করলে ক্ষতিপূরণ ছাড়া কোনো ক্ষমা মিলবে না।কেউ

যদি সারাজীবন ধরে অনেক আমল, নেক কাজ করে কিন্তু সাথে আবার কারো হক্ক ও নষ্ট করে তবে বিচার দিবসে তার নেকি গুলো সেই বান্দাকে দিয়ে দিতে হবে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর প্রত্যেকটা বান্দার হক্ক আদায়ের ব্যাপারে মু'মিনদের খুব খুব সচেতন থাকতে বলেছেন। জীবনে চলার পথে আমাদেরকে অনেক মানুষের সাথে উঠাবসা করতে হয়, আর প্রতিটা মানুষের সাথে আলাদা আলাদা হক্কের বিষয় সম্পৃক্ত।

★ **পিতা মাতার হক্ক :** পিতার মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব এত বেশি যা লিখে শেষ করা যাবে। একজন মু'মিনের জীবনে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আপন সবচেয়ে বেশি কাছের হচ্ছে পিতা মাতা। তাদের মাধ্যমেই তো জীবনের শুরু হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘পিতা–মাতা হলো তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম অর্থাৎ তুমি ইচ্ছা করলে তাদের খেদমত করে উত্তম আচরণের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করতে পারো; আবার ইচ্ছা করলে তাদের অবাধ্য হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারো।’ (ইবনে মাজাহ)। পিতা–মাতার অবাধ্যতার জন্য যেমন রয়েছে অভিসম্পাত, তেমনি তাঁদের আনুগত্যের জন্য রয়েছে পুরস্কারের ঘোষণা। রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, ‘যখন কোনো অনুগত সন্তান স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি অনুগ্রহের নজরে দৃষ্টিপাত করে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজের সওয়াব দান করেন।’ (বায়হাকি)। আল্লাহ কুরআনে পিতা মাতার হক্ক সম্পর্কিত বেশ কিছু আয়াত নাযিল করেছেন।

وَقَضٰي رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উফ’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।(১৭:২৩)

বলা হয় যদি পিতা মাতা যিনাহর মত ভয়ংকর গুনাহও করে যাতে সন্তানের অন্তরে প্রচন্ড ঘৃণা জন্মে তবুও তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না,তাদের হক্ক নষ্ট করা যাবে না।কারণ তাদের গুনাহের হিসাব নিকাশ আল্লাহ বুঝে নিবেন, আমাদেরকে নিজেদের

দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। অথচ আমাদের আব্বা আম্মা আমাদেরই কল্যানের জন্য আমাদেরকে একটু শাসন করলেই বা একাধিক ভাই বোনের মধ্যে ভাগবাটোয়ারায় একটু ১৯/২০ হলেই আমরা তাদের সাথে কতটা খারাপ আচরণ করে ফেলি,কটু কথা শুনিয়ে ফেলি।আল্লাহ আমাদের সবাইকে এমন চরম গুনাহ করা থেকে হিফাজত করুক।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ۗ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۗ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۗ حَتّٰٓي اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰي وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚۗ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, ‘হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার উপর ও আমার মাতা-পিতার উপর যে নিআমত দান করেছ, তোমার সে নিআমতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত’। (৪৬:১৫)

উপরের আয়াত থেকেই আচ করা যায় পিতা মাতার হক্ব আদায়ের ব্যাপারে মু'মিনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কত বেশি জোড়ালোভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।পিতা মাতার প্রতি সন্তানের যেসব করনীয় রয়েছে -

• যেকোনো পরিস্থিতিতে তাদের সেবা করা,এবং এই বিষয়ে কখনোই যেন কোনো ত্রুটি না হয়।

• সর্বাবস্থায় তাদের সকল হুকুম আনুগত্যের সাথে মেনে চলা, তবে তারা যদি শিরক করতে বলে বা শারীয়াহ বিরোধী কোনো আদেশ করে সেটা পালন করা যাবে না।

• তাদের শ্রদ্ধা -সম্মান করা এবং আমাদের কোনো কাজের দ্বারা যেন তাদের সম্মান, মান মর্যাদা নষ্ট না হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকা।

• নিজের চেয়ে বেশি তাদেরকে ভালোবাসা।

• তাদের সাথে কখনোই উঁচু স্বরে কথা না বলা।

• সাধ্যমতো তাদের সকল চাহিদা পূরণের চেষ্টা করা

• তারা যখন বার্ধক্যে পৌঁছে যাবে তখন তাদের দুর্বলতার জন্য তাদের প্রতি বিরক্ত না হওয়া, বরং সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করা যখন আমরা ছোট্ট এবং দুর্বল ছিলাম,হাজারো ছেলেমানুষী, দুষ্টুমি করতাম তখন কিভাবে ধৈর্য্যের সাথে আমাদের আগলে রেখেছিলেন।

• বাইরে যাওয়ার সময় তাদের শরীর ভালো আছে কিনা,কিছু লাগবে কিনা তা খোজ নেওয়া

• তাদের থেকে দূরে থাকলেও নিয়মিত তাদের খোঁজ খবর নেওয়া, মাঝে মাঝেই তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার জন্য সুযোগ বের করা।

• তাদের সুস্বাস্থ্য,কল্যান,হায়াতে তায়্যিবা,হিদায়াত,ঈমানের সাথে মৃত্যুর তাওফিকের জন্য দু'আ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে আমাদেরকে সুন্দর একটা দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًاؕ

আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, ‘হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন’।(১৭:২৪)

• যাদের পিতা মাতা আল্লাহর মেহমান হয়ে গেছেন তাদের জন্য দু'আ, কবর যিয়ারত, সাদাকা করা।ঈসালে সাওয়াব পাঠানো। কারণ মৃত্যুর পরে নিজেদের আমলনামা বন্ধ হয়ে গেলেও সন্তানের দু'আ, ঈসালে সাওয়াব পিতার মাতার অনেক কাজে আসে।

★ **সন্তানের হক্ক :** পিতা মাতার প্রতি সন্তানের যেমন দায়িত্ব তেমনি সন্তানের প্রতিও পিতা মাতার অনেক অনেক দায়িত্ব থাকে। সন্তানের হক্কগুলো সন্তান ভূমিষ্ট হবার আগ থেকেই শুরু হয়ে যায়। আর এসব দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআন আমাদেরকে যে শিক্ষা দেয় তা দুনিয়ার আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

• জন্মের আগের হক্ক :

• বৈব বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সন্তান গর্ভধারন অর্থাৎ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে হারাম উপায়ে যেন সন্তান না হয়।

• আল্লাহর কাছে প্রচুর দু'আ করা যেন সন্তান নেক আমলকারী হয়,আল্লাহর ওলী হয়, দ্বীনদার হয়,পিতার মাতার খেদমতকারী হয়, উত্তম চরিত্রবান হয়,,এবং সাথে সাথে স্বামী স্ত্রীকে নিজেদের চরিত্রকে উত্তম বানাতে হবে।

• গর্ভাবস্থায় নিয়মিত ফরজ স্বলাত, নফল স্বলাত,প্রচুর তিলাওয়াত, আল্লাহর যিকির,সকাল সন্ধ্যার আমল ঠিকঠাক মতো করা

• স্বামীর দায়িত্ব হলো গর্ভবর্তি স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা যেন বাচ্চা ও ভালো থাকে

• জন্মের পরের হক্ব :

• সন্তান ভূমিষ্ট হবার পরে ডান কানে আযান প বাম কানে ইকামত দেওয়া। এই বিষয়টাকে অনেকেই অবজ্ঞার সাথে দেখে এবং অনেকে অজ্ঞতাবশত এত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেই না অথচ কোনো শিশু জন্মগ্রহণের পর এটাই তার প্রথম হক্ব

• আল্লাহর কাছে তার হায়াতে তায়্যিবার জন্য দু'আ করা

• সুন্নাহ পালনের নিয়তে মুখে মধু বা খেজুর দেওয়া।

• আকিকা দিয়ে সুন্দর অর্থবহ ইসলামিক নাম রাখা

• ৭ম দিনে চুল মুন্ডন করে সামর্থ্যনুযায়ী চুলের সমপরিমাণ সোনা বা রুপা সাদকা করা

• ছোট থেকে বাচ্চাদের ইসলামের অনুকূল পরিবেশ দেওয়া এবং তাদের ইসলামের মৌলিক জ্ঞানগুলো শিক্ষা দেওয়া

• হালাল রুজি থেকে তাদের ভরণপোষণ করা

• তাদেরকে নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া, ইসলামের ইতিহাস, নবী রাসুল সাহাবিদের ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যেন তারা ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে পারে

• সময়মতো ফরজ ইবাদত গুলোর জন্য তাগিদ দেওয়া

• সকল সন্তানের মধ্যে ভারসাম্য রাখা, কোনো অসমতা না করা

• তাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা

• বিয়ের উপযুক্ত হলে দ্বীনদার পাত্র পাত্রী দেখে বিয়ে দেওয়া

এছাড়াও আরো অনেক হক্ব রয়েছে। এসব হক্ব যদি বাবা মা ঠিক ভাবে আদায় না করে, বা সন্তানকে যদি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা না দেয়, কিংবা সন্তান বিপদগামী হলে, ইসলাম থেকে ছিটকে গেলে,ফরজ ইবাদত ত্যাগ করলে পিতা মাতার দায়িত্ব তাকে আদর শাসন দিয়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে না,,যদি এই দায়িত্বে কেউ গাফলতি করে তবে রোজ হাশরের ময়দানে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে এবং কঠোর আযাবের সম্মুখীন হতে হবে তাই প্রত্যেকটা মু'মিন সন্তানের হক্ব আদায়ে সর্বদা সচেতন থাকবে। তাছাড়া একজন উত্তম নেককার সন্তান এমন এক সম্পদ যা মৃত্যুর পরেও কাজে আসে। তাই আমাদের সন্তানেরা যেন আমাদের আযাবের কারণ না হয়ে সম্পদে পরিণত হয় সবসময় সেই চেষ্টা করবো সাথে আল্লাহর কাছে প্রচুর দু'আ করবো।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

আর যারা বলে, ‘হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন’। (২৫:৭৪)

★ **স্বামী - স্ত্রীর হক্ব :** পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম সম্পর্ক হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক। আমরা জানি আমাদের আদি পিতা আদম (আ)কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পিতা মাতা ব্যতিতই সৃষ্টি করছিলেন। তারপর তার জন্য সর্ব প্রথম যে সম্পর্কের নিয়ামাহ দিয়েছিলেন তা হচ্ছে স্ত্রীর নিয়ামাহ।

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

আর আমি বললাম, ‘হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তা থেকে আহার কর স্বাচ্ছন্দ্যে, তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী এবং এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না, তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।(২:৩৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে এত বেশি কাছের বানিয়েছেন যে তিনি সুরাতুল বাকারাহর ১৮৭ আয়াতে, একজনকে অন্যজনের পোশাক বলে অভিহিত করেছেন। পোশাক যেমন আমাদের ইজ্জত-আব্রু হেফাজত করে ও আমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকাও তেমনি। আমাদের কারো পোশাক যদি কখনো ময়লা হয়ে সেটা যেমন আমরা একেবারে ফেলে না দিয়ে যত্ন করে পরিষ্কার করি, ঠিক তেমনি স্বামী বা স্ত্রীর কারো কোন ত্রুটি থাকলে সেই কারনে তার পুরোটাই খারাপ, তার সাথে আর ভালো ব্যবহার করা যাবে না, এমন না। বরং, স্বামী- স্ত্রী একজন আরেকজন সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু হবে, একজন আরেকজনকে নেকীর কাজে সাহায্য করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেন:“জেনে রাখবে, নিশ্চয়ই তোমাদের নারীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে, আর তোমাদের উপরও তোমাদের নারীদের অধিকার রয়েছে ।তবে এসব অধিকারের মধ্য থেকে কিছু অধিকার আছে এমন, যা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মাঝে যৌথভাবে প্রযোজ্য এবং কিছু অধিকার আছে এমন, যা তাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট; সুতরাং যেসব অধিকার তাদের উভয়ের জন্য যৌথভাবে প্রযোজ্য, সেগুলো হলো:

• ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য : নিজের সবটুকু দিয়ে গভীর ভালোবাসা, এই ভালোবাসাই যেন কখনো কোনে খাদ না থাকে, দুনিয়াবী স্বার্থ না থাকে এমনকি শুধু মাত্র শারীরিক প্রশান্তির কারণও না হয়। স্বামী স্ত্রী যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে একে অপরকে নিখাঁদ ভালোবাসা পোষণ করতে পারে তবে নিজেরা যেমন ভালো থাকতে পারবে তেমনি সাওয়াবেরও অধিকারী হবে ইন শা আল্লাহ।

• আন্তরিকতা : স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক হবে আন্তরিকতার। অল্পতেই রাগারাগি করা,রূঢ় কণ্ঠে কথা বলা, মেজাজ দেখানো এগুলে কখনোই কাম্য নয়। এতে শুধুই দাম্পত্য জীবনে অশান্তি বয়ে আনে।বরং একজন আরেকজনের সঙ্গে নরম সুরে,কোমলতার সাথে, আন্তরিকতার সাথে কথা বলবে।কখনো একজন রেগে গেলে অপরজন হিকমতের সাথে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করে পরিস্থিতি সামাল দিবে।

• শ্রদ্ধা ও সম্মান : উভয়ই উভয়কে সব সময় সম্মান চোখে দেখবে। সম্পদের দিক দিয়ে, সৌন্দর্যের দিক দিয়ে বা অন্যান্য গুণাবলীর দিক দিয়ে এক পক্ষের কমতি থাকলে ত্রুটি

থাকলে কখনোই ছোট করবে না অসম্মান করবে না, অন্য কারো সাথে তুলনা করে নিচু করার চেষ্টা করবে না।বরং আল্লাহর ফায়সালাকে মেনে নিয়ে নিজের জন্য নির্ধারিত সঙ্গীকেই সর্বোত্তম বলে বিশ্বাস করবে।

• বিশ্বস্ততা : নিজ নিজ জায়গা থেকে যেমন নিজের সঙ্গীর সাথে প্রতারণার কথা, মিথ্যাচারিতার কথা কল্পনাতেও আনবে না, আবার অপরপক্ষে অযথা সন্দেহপ্রবণ হওয়া যাবে না। উভয়েরই বিশ্বাস আমানতদারীতা ঠিক রাখতে হবে, নিজেদের চরিত্র,দৃষ্টি ও লজ্জা স্থানের হিফাজত করতে হবে।

• সমোঝোতা : স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক হবে সমোঝোতাময়। তারা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে একে অপরের সাথে আলোচনা করবে, মতামত গ্রহন করবে। এতে একজনের জীবনে অপরজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

• যত্ন নেওয়া : একে অপরের মানসিক ও শারীরিক যত্ন নিবে, মাঝে মাঝে একজন আরেকজনকে হাদিয়া দিবে,সুন্দর স্মৃতিময় সময় কাটাবে। অসুস্থতায় সেবা করবে। পাশে বসে সহানুভূতি দেখাবে।

• একে অপরের কোনো গোপন বিষয় প্রকাশ না করা কিংবা কোনো দোষ অন্যের নিকট আলোচনা না করা; কেননা, সে তার বিশ্বস্ত তত্ত্বাবধায়ক এবং তাকে দেখাশুনা ও রক্ষা করার ব্যাপারে দায়ী ব্যক্তি। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন - কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক থেকে নিকৃষ্টতম হবে ঐ ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সাথে শয্যা গ্রহণ করে এবং তার স্ত্রীও তার সাথে শয্যা গ্রহণ করে; অতঃপর তাদের পরস্পরের গোপন বিষয় লোকদের নিকট প্রকাশ করে দেয়।

• শুধু স্বামীর হক্ব :

• স্ত্রীর দায়িত্ব হলো সর্বাবস্থায় স্বামীর আনুগত্য করা যদি না স্বামী এমন কোনো আদেশ করে যা শারীয়াহ বিরোধী। রাসূল (স) বলেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যদি তিঁনি ব্যতিত আর কাউকে সিজদাহ্ করার অনুমতি দিতেন তবে সেটা হতো স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামীকে

সিজদাহ। তবে তিঁনি সেই অনুমতি দেননি। এই থেকেই উপলব্ধি করা যায় একজন মু'মিনাহ নারীর জন্য স্বামীর আনুগত্য করা কতটা জরুরি।

• আল্লাহর পরে স্বামীকেই সর্বোচ্চ অভিভাবক মান্য করা। সুরাতুল নিসায় আল্লাহ বলেছেন -পুরুষরা নারীদের কর্তা। সর্বোত্তম নারী সেই, যার দিকে যখন তুমি তাকাও, তখন সে আনন্দ দেয়; আর যখন তুমি নির্দেশ প্রদান কর, তখন সে তোমার আনুগত্য করে; আর যখন তুমি তার থেকে অনুপস্থিত থাক, তখন সে তার নিজের ব্যাপারে তোমাকে এবং তোমার সম্পদকে হেফাযত করে।

• যেকোনো পরিস্থিতিতে স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়া। হাদীসে এসেছে রাসূল (স) বলেন - যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে, তারপর সে তার কাছে না আসে এবং স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফেরেশ্তাগণ সকাল হওয়া পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।

• তার সন্তানদের উত্তমরুপে তারবিয়্যাত করা, ইসলামের মৌলিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। সন্তানদেরকে পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষা দেওয়া।

• স্ত্রীর হক্ব :

• হালাল রুজি থেকে তাদের ভরণপোষণ করা। রাসূল (স) বলেন- আর পুরুষ ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, আর তাকে তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।

• তাদেরকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার জ্ঞান অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া।

• মা, বোন, স্ত্রী কিংবা একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।

★ **প্রতিবেশির হক্ব :** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-"জিব্রাঈল আ. এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকলেন; এমনকি আমার মনে হল, হয়ত তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন।" এই হাদীস থেকেই বোঝা যায় প্রতিবেশির হক্ব কত বেশি। প্রতিবেশী র হক্ব সম্পর্কিত অনেক আয়াত হাদিস এসেছে। অল্প কিছু নিচে তুলে ধরা হলো-

১. প্রতিবেশির সাথে উত্তম আচরণ :'আর তোমরা ... নিকট প্রতিবেশী ও দুর-প্রতিবেশীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করো।'- (৪:৩৬)

২. তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।(বুখারী-৪৮৯০)

রসূল(স) আরো এরসাদ করেছেন -“আল্লাহর শপথ! সে মুমিন নয়; আল্লাহর শপথ! সে মুমিন নয়; আল্লাহর শপথ! সে মুমিন নয়; জিজ্ঞেস করা হল: হে আল্লাহর রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন: যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।”-(বুখারী- ৫৬৭০)

অপর এক হাদিসে এসেছে, একদল সাহাবী বললেন:

“হে আল্লাহর রাসূল! অমুক ব্যক্তি তো দিনে সাওম পালন করে এবং রাতে সালাত আদায় করে, অথচ তার প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়! তিনি বললেন: সে জাহান্নামে যাবে।”

৩. প্রতিবেশিদের সম্মান করা : প্রতিবেশি ধনী হোক আর গরীব হোক তাদের সম্মান করা মু'মিনের কর্তব্য। রাসূল (স) বলেছেন - “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে।”(বুখারী :৫৬৭৩)

৪. হাদিয়া আদান প্রদান : প্রতিবেশিদের সাথে হাদিয়া আদান প্রদান করা উচিৎ যেমন গাছের ফল সবজি দেওয়া, বাড়িতে ভালো রান্না হলে অল্প হলেও পাঠানো এতে সম্পর্ক সুন্দর হয়, মহব্বতপর সৃষ্টি হয়। এই সর্ম্পকিত একটি হাদীস ও আছে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন - যখন তুমি তরকারি পাকাও, তখন তাতে একটু বেশি পানি দিয়ে ঝোল বাড়াও এবং তোমার প্রতিবেশিকে পৌঁছাও।

৫. বিপদে আপদে এগিয়ে আসা : আমাদের ঘরের সামনের দিকে ৪০ ঘর,পিছনের দিকে ৪০ ঘর, ডান দিকে ৪০ ঘর, বাম দিকে ৪০ঘর আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশী হলো পরস্পর ভালো সময় এবং খারাপ সময়ের সাথী। তাই যখন কারো বাড়িতে কোনো আনন্দের উৎসব হয় তখন প্রতিবেশীদের সেই উৎসবে সাধ্যমত সামিল করা,আবার কেউ কোনো বিপদে পড়লে সবাই এক সাথে তার সাহায্য সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেওয়া কাম্য।

★ **আত্মীয় স্বজনের হক্ব :** আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রিজিক (জীবিকা) প্রশস্ত হওয়ার এবং আয়ু বৃদ্ধির প্রত্যাশা করে সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে।' (সহিহ বুখারি : ৫৯৮৬)। আত্নীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলা প্রত্যকটা মু'মিনের জন্য ওয়াজিব। হাদিসে এসেছে ব্যক্তিগত দ্বন্দে ৩দিনের বেশি কোনো আত্নীয়ের সাথে কথা বন্ধ রাখা জায়েজ নেই।তাদের হক্ব আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন-

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰي حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। আর কোনভাবেই অপব্যয় করো না।(১৭:২৬) তাদের হক্ব গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো -

- তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।
- নিয়মিত তাদের খোঁজ খবর নেওয়া
- কুরবানির মাংস তাদের নিকট পৌঁছে দেওয়া
- দরিদ্র আত্মীয়দেরকে সাধ্যমত আর্থিক সহায়তা করা
- অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া, সেবা করা,সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা
- দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নির্দেশ করেছেন -

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ۙ

আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর।(২৬:২১৪)

- বিপদে আপদে সাহায্য সহযোগিতা করা
- তাদের প্রাপ্য হক বুঝিয়ে দেওয়া।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖۚ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِيْنَ ؕ

তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হবে, যদি সে কোন সম্পদ রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়ভিত্তিক অসিয়ত করবে। এটি মুত্তাকীদের দায়িত্ব।(২:১৮০)

★ **শিক্ষক ছাত্রের হক্ক :** প্রত্যেকটা মানুষের জন্য ফারজে আইন পরিমাণ ঈলম অর্জন করা ফরজ। আর ঈলম অর্জন এবং ঈলমের শিক্ষা দানের ভিত্তিতেই শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। শিক্ষকতা পেশাকে ইসলামে অনেক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। হাদীসে এসেছে -

خيركم من تعلم القران وعلمه

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।

• ছাত্রের দায়িত্ব :

• শিক্ষককে সম্মান করা, আদব বজায় রাখা,

• কখনোই এমন কোনো কথা বা কাজ না করা যাতে আদবের খেয়াল, শিক্ষকের মনে কষ্ট পান

• নিয়মিত তাদের খোঁজ খবর নেওয়া

• রাস্তায় দেখা হলে সালাম দেওয়া, হাতে ভারী ব্যাগ থাকলে সেটা বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া

• শিক্ষক অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া, সেবা করা

• নামাজের সময় হলে ওজুর পানি এগিয়ে দেওয়া, গরম লাগলে বাতাস করা,এক কথায় খেদমতের কোনো ত্রুটি না রাখা

• মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনা

• তাদের আদেশ উপদেশ মেনে চলা

• শিক্ষকের দায়িত্ব :

• ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া,অহেতুক বকা ঝোকা না করা

• কেউ ভুল করলে স্নেহ দিয়ে ভুল বুঝিয়ে দেওয়া

• নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া

• তাদের খারাপ দৃষ্টিতে না দেখা, তাদের সামনে কুরুচিপূর্ণ কথা না বলা

• সহজভাবে পাঠ বুঝানোর চেষ্টা করা,ছাত্রদের দর্শন বুঝতে চেষ্টা করা

• সকল ছাত্রের মধ্যে সমতা বজায় রাখা, ধনী গরীব বলে এক্সট্রা সুযোগ কম বেশি না করা

• তারা কোনো যৌক্তিক মতামত দিলে তার গুরুত্ব দেওয়া, তাদের মতামত গ্রহণ করলে নিজে ছোট হয়ে যাব এমন ধারণা পোষণ না করা

★ ক্রেতা বিক্রেতার হক্ক : জীবনে চলার পথে আমাদেরকে বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য নানা রকম পন্য বা সেবা আদান প্রদান করতে হয়,কারণ সবার কাছে সব কিছু থাকে না। পন্য বা সেবা হালাল ভাবে আদান প্রদানের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও হাদিস ও ইজমা কিয়াসের মাধমেও প্রচুর মাসলা মাসায়েলের সৃষ্টি হয়েছে। ক্রেতা এবং বিক্রেতার উভয়েরই উভয়ের প্রতি কিছু দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে।

• ক্রেতার দায়িত্ব :

• বিক্রেতার সাথে উত্তম আচরণ করা, অহংকার না দেখানো

• কোনো পন্য বা সেবা কিনার সত্যিকার ইরাদা না থাকলে অযথা পন্যের দাম বিবরণ বা অনেক পন্য দেখতে চেয়ে বিক্রেতার সময় নষ্ট না করা,তাকে বিরক্ত না করা

• প্রতারণা না করা,মূল্য কম না দেওয়া, ভুলে টাকা বেশি চলে আসলে ফেরত দেওয়া

• পন্য পছন্দ না হলে ভদ্রতার সাথে ফিরিয়ে দেওয়া

• কোনো কারণে বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি ক্ষোভ থাকলে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা দুর্নাম না রটানো

• বিক্রেতার দায়িত্ব :

• ওজনে কম না দেওয়া। এই বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বার বার সতর্ক করেছেন -

وَاَوۡفُوا الۡكَيۡلَ اِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُوۡا بِالۡقِسۡطَاسِ الۡمُسۡتَقِيۡمِ ؕ ذٰلِكَ خَيۡرٌ وَّاَحۡسَنُ تَاۡوِيۡلًا

আর মাপে পরিপূর্ণ দাও যখন তোমরা পরিমাপ কর এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন কর। এটা কল্যাণকর ও পরিণামে সুন্দরতম।(১৭:৩৫)

وَاَقِيۡمُوا الۡوَزۡنَ بِالۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُوا الۡمِيۡزَانَ

আর তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে ওযন প্রতিষ্ঠা কর এবং ওযনকৃত বস্তু কম দিও না।(৫৫:৯)

- প্রতরণা না করা, মিথ্যা না বলা
- জেনে শুনে খারাপ মাল না দেওয়া
- পন্য বা সেবার দোষ ত্রুটি গোপন না করা
- সদ্ব্যবহার করা, অযথা রাগারাগি না করা

★ **খাদিম- খাদিমাহদের হক্ব :** আমাদের অধীনস্থ খাদিমাহর হক আদায়ে সচেতন থাকা মু'মিনের অবশ্য কর্তব্য। তাদের পাওনা দ্রুততার সঙ্গে আদায়ের ব্যাপারে হাদিসে অনেক জোরালো ভাবে নির্দেশ এসেছে। রাসূল সা. বলেছেন।" মজুরকে ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরি দিয়ে দাও।" [ইবনু মাজাহ ২৪৪৩] অন্য হাদিসে রাসুল সা. বলেন, কাল কেয়ামতে স্বয়ং আমি মোহাম্মদ সা. ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব, যে ব্যক্তি কোনো শ্রমিকের কাছ থেকে শ্রম আদায় করে নেয়, কিন্তু তার পারিশ্রমিক যথাযথভাবে পরিশোধ করে না।অন্য এক হাদিসে মহানবী (সা.) বলেন, 'যারা তোমাদের খেদমত করছে, তারা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তোমরা যা খাবে, তা থেকে তাদের খাওয়াবে এবং যা পরিধান করবে, তা তাকে পরিধান করতে দেবে।'

নবী (সা.) বলেন, 'তোমরা অধীনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদের কোনো রকমের কষ্ট দেবে না। তোমরা কি জানো না, তাদেরও তোমাদের মতো একটি হৃদয় আছে। ব্যথাদানে তারা দুঃখিত হয় এবং কষ্টবোধ করে। আরাম ও শান্তি প্রদান করলে সন্তুষ্ট হয়। তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা তাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করো না।'

শ্রমিকের ওপর নির্যাতন করার পরিণাম সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে স্বীয় দাস-দাসীকে (শ্রমিককে) প্রহার করবে, কিয়ামতের দিন তাকে তার পরিণাম দেওয়া হবে।' (বায়হাকি)। এছাড়াও তাদেরকে এমন কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না, যা তাকে সেটির দুঃসাধ্যের কারণে অক্ষম ও অকর্মণ্য বানিয়ে দেবে।'

এছাড়াও ঊর্ধ্বতন, বা অধীনস্থ এবং সাধারণ জনগণের প্রতি মুমিনরা উত্তম আচরণ করবে,কোনো অবস্থাতেই যেন কারো হক নষ্ট না হয় সে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। সকলের প্রতি ইহসান করবো। এতেই মু'মিনের সফলতা রয়েছে।

وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

তুমি সবর কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ইহসানকারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।**(১১:১১৫)**

৯. সকল রোগের মহা ঔষধ আল কুরআন :

মু'মিনের জীবনে এমন কোনো সমস্যা নেই যার সমাধান কুরআনে নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যেমন কুরআনকে পথ প্রদর্শক বলে অভিহিত করেছেন তেমনি সকল বিষয়ে সবিস্তর ঈলম এবং সমাধান এতে দিয়েছেন। আমরা বিভিন্ন কারণে শারীরিক নানা রকম জটিলতায় ভুগি,আবার কখনো নানারকম চিন্তায় মানসিক অস্থিরতায় ভুগি,, আবার কখনো গুনাহ করতে করতে আমাদের অন্তর অসুস্থ অপবিত্র হয়ে পড়ে। আসলে এসব আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের জন্য পরীক্ষাসরুপ। আল্লাহ বলেছেন -

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤي اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ

আর আমি তোমাদের পূর্বেকার জাতিসমূহের কাছে বহু রাসূল পাঠিয়েছি, আমি তাদের প্রতি ক্ষুধা, দারিদ্রতা ও রোগ ব্যাধি চাপিয়ে দিয়েছি, যেন তারা নম্রতা প্রকাশ করে আমার সামনে নতি স্বীকার করে।(৬:৪২)

এই সকল রোগের সমাধান আল কুরআন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে পাওয়া যায়। রাসূল সা. বলেছেন, আল্লাহ এমন কোনো রোগ দেননি যার কোনো প্রতিষেধক নেই।শুধু মাত্র মৃত্যু ব্যতিত। হাদিস হতে বর্ণিত সুরাতুল ফাতিহা পড়ে আল্লাহর কাছে সুস্থতা চেয়ে শরীরে ফু দিয়ে বা পানি খেলে সমস্যা দূর হবে ইন শা আল্লাহ। আবার তিন কুল অর্থাৎ সুরাতুল ইখলাস, ফালাক,নাস এর উপর সকাল সন্ধ্যা যিকিরের আমল করলে আল্লাহ চাইলে তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এছাড়া ও কুরআনের অনেক আয়াত দিয়ে রুকইয়াহ করার মাধ্যমে সুস্থতা লাভ করা যায়। এছাড়াও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাধ্যমে যত চিকিৎসা হয় তার প্রাথমিক ধারণা গুলো আসলে মানুষ কুরআন থেকেই নিয়েছে যতই

বেধর্মীরা তা অস্বীকার করুক কিন্তু আল্লাহ ঈলম না দিলে কারো পক্ষেই এসব আবিষ্কার সম্ভব ছিল না।

এতো গেলো শারিরীক অসুস্থতা। মানসিক অস্থিরতা ঔষধ ও আল কুরআন। আসলে মানুষের জীবনে মানসিক অস্থিরতা গুলো তখনই তাদের পেয়ে বসে যখন তারা আল্লাহর যিকির থেকে দুরে থাকে। যখন আমাদের অনেক মন খারাপ থাকে, কাউকে নিজের কষ্টগুলো বুঝানো যায় না, কারো সাথে কথা বলে মন হালকা করা যায় না, তখন বেশি বেশি অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত কারণ কুরআনের আয়াত গুলো বুঝে পড়লে উপলব্ধি করা যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যেন আমার সাথেই সরাসরি কথা বলছেন, আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আল্লাহ বলেছেন -

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ۗ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًاۙ

তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেছিলেন যেন তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি পায়; এবং আসমানসমূহ ও যমীনের বাহিনীগুলো আল্লাহরই; আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।(৪৮:৪)

অর্থাৎ মু'মিনের অন্তরে প্রশান্তি তো কুরআনেই নিহিত।

আবার গুনাহ করতে করতে যখন আমাদের ক্বলবে মরীচা ধরে যায়, কুচকুচে কালো হয়ে যায় তখন ওই ক্বলবকে পরিশুদ্ধ পরিস্কার করার পদ্ধতিও কুরআন থেকেই পায়। কুরআনের উপদেশ গুলো মেনে নেওয়া, নিজেকে রবে কাছে সমার্পনের মাধ্যমেই ক্বলবকে পরিশুদ্ধ করা সম্ভবপর হয়।

১০. কুরআন থেকে সবরের শিক্ষা :

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা প্রত্যেকটা মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন।

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَي الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

নিশ্চয় যমীনের উপর যা রয়েছে, তা আমি শোভা করেছি তার জন্য, যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করি যে, কর্মে তাদের মধ্যে কে উত্তম।(১৮:৭)

আল্লাহ আমাদের ভালো অবস্থা খারাপ অবস্থা উভয়টা দিয়েই পরীক্ষা করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন -

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ؕ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ

প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আর ভাল ও মন্দ দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।(২১:৩৫)

এখানে ভালো বিষয় গুলো হচ্ছে সুস্বাস্থ্য, সন্তান, পরিবার, সম্পদ,টাকা,প্রতাপ প্রতিপত্তি ,সফলতা ইত্যাদি। আর মন্দ বিষয় অসুস্থতা, দারিদ্র্য, বিপদ,ইত্যাদি। মানুষের জন্য উভয় বিষয়ই পরীক্ষা স্বরুপ। যে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির ভয়ে তাকওয়া অবলম্বন করবে সেই সফল। এখন শুধু যে ভালো অবস্থানে থাকা মানেই আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসেন , আর কষ্টে থাকা বা বিপদে থাকা মানে এর বিপরীত এমনটা কিন্তু না। সবটায় আমাদের জন্য পরীক্ষা,আর যেই এই পরীক্ষায় ইখলাসের সাথে উত্তীর্ণ হতে পারবে সেই প্রকৃত মু'মিন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে বহু জায়গায় আমাদেরকে কষ্টে ধৈর্য্য ধারণের পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۙ

আর তারা যে ধৈর্যধারণ করেছিল তার পরিণামে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্রের পুরস্কার প্রদান করবেন। (৭৬:১২)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।(২:১৫৩)

فَاصْبِرْ عَلٰي مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۚ

অতএব এরা যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সূর্য উদয়ের পূর্বে ও অস্তমিত হওয়ার পূর্বে তুমি তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ কর।(৫০:৩৯)

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ؕ اِنَّمَا يُوَفَّي الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

বল, 'হে আমার মুমিন বান্দারা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়ায় ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোন হিসাব ছাড়াই।'(৩৯:১০)

وَاَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۚ

আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।(৮:৪৬)

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত ও অনুগ্রহ লাভে খুশি হয়। আর নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। (৩:১৭১)

এত এত আশা মূলক বাণী শোনার কোনো মু'মিনের জীবনে বিচলিত,হতাশা, নিরাশা হওয়া সাজে না। একমাত্র ইবলিশ ব্যতিত কেউই আল্লাহর রহমাহর প্রতি নিরাশ হয় না।
অনেক সময় আমরা জীবনে এত গুনাহ করে ফেলি তারপর ভাবি আল্লাহ মনে হয় আমাদের ক্ষমা করবেন না,তাঁর রহমতের চাদরে জড়িয়ে নিবেন নস অথচ এটা ভুল ধারণা। আমাদের গুনাহের চেয়ে আল্লাহর রহমাহ অনেক বড়,এবং তিনি তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। কখনোই আমরা আল্লাহর রহমাহ পাবার আশা ছাড়বো না। আর প্রত্যেকটা দুঃখ কষ্টে এটা বিশ্বাস রাখবো নিশ্চয়ই আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন,আমার কষ্টের মূহুর্তে নিশ্চয়ই আল্লাহর কোনো না কোনো হিকমাহ আছে। সেই কষ্টের মূহুর্তে আল্লাহর প্রতিদানের আশায় সবর করবো সাথে এই বিশ্বাসও রাখবো আল্লাহ সময়মতো আমাদের সব কষ্ট দূর করে দিবেন, তাঁর হিকমাহ অনুযায়ী আমাদের সকল প্রয়োজনীয়তাও পূরণ করে দিবেন ইন শা আল্লাহ।

এছাড়াও যখন আমাদের আপনজনেরা মৃত্যু বরণ করে তখন আমরা দিশেহারা হয়ে যায়, অনেকে শিরকমূলক কথাও বলে ফেলে যে অমুক কাজ না করলে মনে হয় এমনটা হতো না। অথচ এমন আচরণ করা মারাত্মক ভুল কারণ আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো কিছুই হয় না এবং আমাদের জন্মের আগে এমনকি পৃথিবী সৃষ্টির আগেই আমাদের তাকদীর লেখা হয়ে গেছে আর সেই তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং মেনে নেওয়া মু'মিনের জন্য ফরজ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন -

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَسَنَجْزِي الشّٰكِرِيْنَ ۝

আর কোন প্রাণী আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মারা যায় না, তা নির্দিষ্টভাবে লিখিত আছে। আর যে দুনিয়ার প্রতিদান চায়, আমি তা থেকে তাকে দিয়ে দেই, আর যে আখিরাতের বিনিময় চায়, আমি তা থেকে তাকেও দেই এবং আমি অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেব।(৩:১৪৫)

১১. দুনিয়াবি সফলতায় কুরআন :

দুনিয়ায় সফল হতে কে না চায়। তবে এই সফলতার আসল সংজ্ঞা উপলব্ধি করতে না পারলে দুনিয়া ও আখিরাতে বরং আরো ক্ষতিরই সম্মুখীন হতে হয়। অধিকাংশ মানুষ বিতাড়িত শায়তানের ধোঁকায় পড়ে সফলতা মনে করে মরীচিকার পিছনে দৌড়াই। অথচ আসল সফলতা তো রয়েছে রবের নিকট আত্মসমর্পণে। অধিকাংশ মানুষ নিজেদের চরম পর্যায়ের অজ্ঞতা মূর্খতা দরুণ মিথ্যা ও ক্ষণস্থায়ী সফলতার লোভে গুনাহের পথে পা বাড়ায়,অন্যায় অপরাধে নিজেদের জীবন ভরিয়ে দেয়, অন্যের হক্ক নষ্ট করতে কুণ্ঠাবোধ করে না, নিজেদের পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট বানিয়ে ফেলে। অথচ কুরআনের অনুসরণের মাধ্যমেই দুনিয়ায় প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী সফলতা অর্জন সম্ভব হয়। নিশ্চয়ই মু'মিনরা সেই প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী সফলতা অর্জনের জন্যই আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে থেকে শ্রম দেয়।

মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন সফলতার মাপকাঠি রয়েছে। সেগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

★ **পারিবারিক জীবন :** একজন মানুষের শান্তির নীড় হচ্ছে পরিবার। যদি কারো পরিবারে অশান্তি থাকে তাহলে কোথাও যেয়েই সে শান্তি পায় না,হাজার ধন সম্পদ থাকলেও মানসিক তৃপ্তি অনুভব করতে পারে না। কোনো কাজই ভালোমতো সম্পাদন করতে পারে না। কিন্তু যদি পরিবারে শান্তি বিরাজমান হয় তবে বাইরের যেকোনো পরিস্থিতিতে সে হিকমাহর সাথে ব্যবস্থাপনা করতে পারে। সুস্থ সুন্দর পারিবারিক জীবন গড়ার শিক্ষাও আমরা কুরআন থেকেই পায়। আবার আমাদের পরিবারের সদস্যদের কার সাথে কেমন আচরণ করতে হবে তার নির্দেশনাও কুরআনেই রয়েছে। পশ্চিমারা + সেকুলাররা অনেক আধুনিক, উন্নত ও সচ্ছল হওয়ার পর তারা পরিবার ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থ। কারণ অতি আধুনিকতার নামে তারা আল্লাহর নির্দশনা গুলো মানে না। পরিবারের বড়রা যেমন ছোটদের নৈতিকতার শিক্ষা দিতে পারে না তেমনি ছোটরাও বড়দের গ্রাহ্য করে না। এসব পরিবারে কোনো আমানতদারিতা জবাবদিহিতা থাকে না, পরস্পর বিশ্বাস, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা থাকে না। যার কারনে এধরণের পরিবারের সদস্যরা সব সময় মানসিক অস্থিরতা অশান্তিতে ভুগে। এমনকি অনেক টাকা পয়সা সম্পদ, নামি নামি ডিগ্রি সার্টিফিকেট থাকার পরও এমন মানুষদের মধ্যেই আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। তাদের সো কল্ড দুনিয়াবি সফলতা তাদের কোনোই কাজে আসে না। আসলে আল্লাহর বিধান মেনে না চললে জীবনে শান্তি পাওয়া কখনোই সম্ভব না। অন্যদিকে মু'মিনরা পরিবার ব্যবস্থাপনাকেও আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করে এবং নিজেই এর সুফল ভোগ করতে পারে আলহামদুলিল্লাহ। পরিবারের বেশ কয়েকটি স্তর আছে।

• নিকাহ : নিকাহ বা বিবাহ হচ্ছে একটি সুস্থ সুন্দর বৈধ পরিবার গঠনের পূর্ব শর্ত।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاۤءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ؕ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا

আর তিনিই পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তাকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আর তোমার রব হল প্রভূত ক্ষমতাবান।(২৫:৫৪)

এই ক্ষেত্রে কার কার সাথে বিয়ে হালাল বা কাদের সাথে হারাম,বিয়ের আগে পাত্র পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে, বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা গুলো কেমন হওয়া উচিত, বিয়ের পরে স্বামী স্ত্রীর আচরণ, হক্ক, দায়িত্ব, ইদ্দত, তালাক সব কিছুই কুরআনে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে যাতে মু'মিনের জীবনের এত গুরুত্বপূর্ণ কাজটিও আল্লাহর ইবাদত ও সন্তুষ্টির কারণ হয়ে যেতে পারে। কুরআনে নিকাহ সম্পর্কিত অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۙ

আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও নাতিদের সৃষ্টি করেছেন আর তিনি তোমারেদকে পবিত্র রিযক দান করেছেন তারা কি বাতিলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর নিআমতকে অস্বীকার করে?(১৬:৭২)

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَاۤ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ

ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে।(২৪:৩)

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

আর (হারাম করা হয়েছে) নারীদের মধ্য থেকে সধবাদেরকে। তবে তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে (দাসীগণ) তারা ছাড়া। এটি তোমাদের উপর আল্লাহর বিধান এবং

এরা ছাড়া সকল নারীকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে চাইবে বিবাহ করে, অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়ে নয়। সুতরাং তাদের মধ্যে তোমরা যাদেরকে ভোগ করেছ তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মোহর দিয়ে দাও। আর নির্ধারণের পর যে ব্যাপারে তোমরা পরস্পর সম্মত হবে তাতে তোমাদের উপর কোন অপরাধ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।(৪:২৪)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۫ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۫ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۙ

তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদেরকে, তোমাদের মেয়েদেরকে, তোমাদের বোনদেরকে, তোমাদের ফুফুদেরকে, তোমাদের খালাদেরকে, ভাতিজীদেরকে, ভাগ্নীদেরকে, তোমাদের সে সব মাতাকে যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছে, তোমাদের দুধবোনদেরকে, তোমাদের শ্বাশুড়ীদেরকে, তোমরা যেসব স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছ সেসব স্ত্রীর অপর স্বামী থেকে যেসব কন্যা তোমাদের কোলে রয়েছে তাদেরকে, আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলিত না হয়ে থাক তবে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকে এবং দুই বোনকে একত্র করা(তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে)। তবে অতীতে যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।(৪:২৩)

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে কোন দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তাহলে তারা উভয়ে কোন মীমাংসা করলে তাদের কোন অপরাধ নেই। আর মীমাংসা কল্যাণকর এবং মানুষের মধ্যে কৃপণতা বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি তোমরা সৎকর্ম কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে আল্লাহ তোমরা যা কর সে বিষয়ে সম্যক অবগত।(৪:১২৮)

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۪ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰي شِئْتُمْ ۫ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

তোমাদের স্ত্রী তোমাদের ফসলক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের ফসলক্ষেত্রে গমন কর, যেভাবে চাও। আর তোমরা নিজদের কল্যাণে উত্তম কাজ সামনে পাঠাও। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে । আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।(২:২২৩)

• হক্ক আদায় : একটি পরিবারে পিতা মাতা, স্বামী স্ত্রী, সন্তান, দাদা দাদি,চাচা ফুফুসহ অন্যান্য আত্নীয় থাকে। পরিবারে শান্তি বিরাজমান করার জন্য সকলের নিজ নিজ জায়গা থেকে অপর মানুষগুলোর হক্ক আদায় করা কর্তব্য। এই বিষয়ে **বান্দার হক্ক আদায়** অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

• পরিবারে নৈতিকতার চর্চা করা : পরিবারের সকলে যেন ইসলামিক অনুশাসন মেনে চলে, নৈতিকতা শিক্ষা পায় সে বিষয়ে বাড়ির কর্তাকে সতর্ক থাকতে হবে এবং পরিবারে একটি সুন্দর দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে তবেই পরিবারে সুখ শান্তি এবং বারাকাহতে ভরে যাবে ইন শা আল্লাহ।

• ওয়ারিশ : মৃত্যুর পরে মিরাস বন্টনের নির্দেশনাও কুরআনে এসেছে।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖۚ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِيْنَ

তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হবে, যদি সে কোন সম্পদ রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়ভিত্তিক অসিয়ত করবে। এটি মুত্তাকীদের দায়িত্ব।(২:১৮০)

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ

ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতা পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতা পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা পিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৪:১১)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰي بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ؕ

আর তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীগণ যা রেখে গেছে তার অর্ধেক, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তারা যা রেখে গেছে তা থেকে তোমাদের জন্য চার ভাগের এক ভাগ। তারা যে অসিয়ত করে গেছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর স্ত্রীদের জন্য তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে চার ভাগের একভাগ, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য আট ভাগের এক ভাগ, তোমরা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে। তোমরা যে অসিয়ত করেছ তা পালন অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি মা বাবা এবং সন্তান-

সন্ততি নাই এমন কোন পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার থাকে এক ভাই অথবা এক বোন, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের একভাগ। আর যদি তারা এর থেকে অধিক হয় তবে তারা সবাই তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে সমঅংশীদার হবে, যে অসিয়ত করা হয়েছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। কারো কোন ক্ষতি না করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে অসিয়তস্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।(৪:১২)

★ **শিক্ষাজীবন :** আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব বানিয়েছেন এবং মানুষকে জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা দিয়েছেন। যদিও মানুষের সারাটা জীবনই কোনো না কোনোভাবে নানা রকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, বাস্তবিক শিক্ষা , অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে যায়। তবে বিশেষভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা একটি নিদিষ্ট বয়স ব্যপ্তি অর্জিত হয়। এসব শিক্ষার বিষয় বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হলো রসায়নবিদ্যা, গণিতবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা , জ্যোতির্বিদ্যা, আলোকবিদ্যা, ভাষা ব্যাকরণ, ইসলাম শিক্ষা, ইতিহাস, দর্শনবিদ্যা ইত্যাদি। বিষয়বস্তু যায় হোক শিক্ষা অর্জনের এই প্রক্রিয়ায় যদি কুরআনের বারাকাহ থাকে তবে সেটা সব চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হয় কারণ এমন কোনো ঈলম নেই যা কুরআনে নেই । তাই যখন জাগতিক এসব জ্ঞান কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তখন সেটার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সফলতা পাওয়া সম্ভব হয় । আর যদি তাতে কুরআনের বারাকাহ না থাকে তাহলে সেটা আপাতত দৃষ্টিতে সফলতা মনে হলেও তা আসলে আন্তঃসারশূন্য হয়। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যাদের জাগতিক জ্ঞান অনেক আছে কিন্তু কুরআনের সঠিক জ্ঞান না থাকায় তারা নাস্তিক হয়ে দুনিয়া আখিরাত উভয় জায়গায় অপমানিত হয়।

মু'মিন ব্যক্তি যে শুধু এসব জ্ঞানের সাথে কুরআনকে সম্পৃক্ত করে তা নয় বরং কুরআন থেকে নীতি নৈতিকতা, সময়ানুবর্তিতা, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার শিক্ষা নিয়ে তা জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষা জীবন টা সুন্দর করতে পারবে ইন শা আল্লাহ।

★ **কর্মজীবন :** কর্মজীবন চাকরি বা ব্যবসা যেটায় হোক না কেন সেখানে যদি কুরআনের নির্দেশনা মেনে চলা হয় তবে সর্বোচ্চ সফলতা বয়ে আনবে। কুরআনে ব্যবসার ক্ষেত্রে আমাদের আচরণ কেমন হবে, কোন কোন বিষয় হালাল আর কোন বিষয় হারাম, নীতি নৈতিকতা সবকিছুরই শিক্ষা দেওয়া আছে। আবার চাকরি করার ক্ষেত্রে মালিকপক্ষের দায়িত্ব- অধিকার, অধীনস্থদের দায়িত্ব - অধিকার সবকিছুই নির্দেশনা দেওয়া আছে। সেগুলো অনুসরণ করে চললেই কর্মজীবনে সফলতা সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব।

১২. সুন্দর সমাজ গঠনে কুরআন :

মানুষ সামাজিক জীব।ফিতরাতগতভাবে তাকে দলবদ্ধ হয়ে সমাজেই বাস করতে হয়। আর এই সমাজ গঠনে কুরআনের নির্দেশনা অনুসরণ করা হলে তবেই সেটা আদর্শ সমাজ হয়। পশ্চিমা দেশগুলোতে দেখা যায় তারা শিক্ষা, সম্পদ, প্রযুক্তি সকল দিক থেকে অনেক উন্নত, আধুনিক তবুও তাদের সমাজে অশান্তিতে, ফিতনা ফাসাদে ভরপুর। তার একটাই কারণ আল্লাহর আনুগত্য না করা, কুরআনের বাণী মান্য না করা। তাই সুন্দর শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে কুরআন আমাদের যে শিক্ষা গুলো দেয়। কুরআন হচ্ছে পরিপূর্ণ জ্ঞান গর্ভ।এখান থেকে জ্ঞান আরোহণ করে একটি জাতিকে সুশিক্ষিত করা যায়। আর মানব সভ্যতায় পরস্পরের মধ্যে কেমন আচরণ হবে, করনীয় বর্জনীয়, হারাম হালাল, এসব বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে জীবনে তা প্রতিফলনের মাধ্যমে একটি জাতিকে চিকিৎসা, প্রযুক্তি,বিজ্ঞান সকল সেক্টরে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছানো সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের জন্য সেই সব বিষয়ই হারাম করেছেন যা মানবজীবনের জন্য প্রচন্ড ক্ষতিকর। কিন্তু অজ্ঞরা তা বুঝতে চায় না। সমাজ বিনির্মানে কুরআন আমাদের যেসব শিক্ষা দেয়-

- **নৈতিকতার শিক্ষা**
- **সকলের প্রতি সকলের উত্তম আচরণ,**
- **পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ,সহানুবর্তিতা, সহমর্মিতা**

• **অন্যের হক্ক আদায়ে সচেষ্ট**

• **সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি দমন**

• **সমাজের সকল প্রর্যায়ে জবাবদিহিতায় সচ্ছতা**

• **সমাজে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ**

• **ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত,** কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন -

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।(৪৯:১০)

• **সুদ, ঘুষ, চুরি, রাহাজানি, ব্যভিচার, অন্যায়ভাবে হত্যা, মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান সহ সকল অপরাধের কুরআনে ও হাদিসে ঘোষণাকৃত শাস্তি ন্যায়সংঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠা,**

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আযাবস্বরূপ এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।(৫:৩৮)

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

আর তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ খাওয়ার কারণে। আর আমি তাদের মধ্য থেকে কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।(৪:১৬১)

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْۤـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْۤـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا

আর যে ব্যক্তি কোন অপরাধ বা পাপ অর্জন করে, অতঃপর কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর তা আরোপ করে, তাহলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা বহন করল।(৪:১১২)

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ

আর তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ ত্যাগ কর। নিশ্চয় যারা পাপ অর্জন করে, তাদেরকে অচিরেই প্রতিদান দেয়া হবে, তারা যা অর্জন করে তার বিনিময়ে।(৬:১২০)

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।(২৪:২)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۟ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।(৪:২৯)

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرًا

আর যে ঐ কাজ করবে সীমালঙ্ঘন ও অন্যায়ভাবে, আমি অচিরেই তাকে আগুনে প্রবেশ করাব। আর সেটি হবে আল্লাহর উপর সহজ।(৪:৩০)

• মদ, জুয়া নিষিদ্ধকরণ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।(৫:৯০)

• যাকাতের প্রতিষ্ঠা

• যোগ্য নেতা নির্বাচন এবং সেই নেতার কথা মান্য করা

• ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি না করা

• ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠা

• মানবতার প্রসারণ

• অমুসলিমদের দাওয়াতের মাধমে আল্লাহর দ্বীন প্রসার

اُدْعُ اِلٰي سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহবান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন।(১৬:১২৫)

১৩. মু'মিনকে প্রকাশ্য শত্রু সম্পর্কে সতর্ককরণ :

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মানুষ জাতিকে যেমন অন্য সকল সৃষ্টির মধ্যে সম্মানিত করেছেন তেমনি তাদের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসাটাও তীব্র। যার কারনে তিনি মানুষের জান মালের জন্য যা কিছু ক্ষতিকারক এবং ধ্বংসাত্মক সেগুলোই তাদের জন্য হারাম এবং নিষিদ্ধ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে হারাম নির্ধারণে আল্লাহর কোনো লাভ লস নেই বরং এগুলো মানুষের কল্যানের জন্যই নির্ধারিত।অথচ মানুষ চরম অজ্ঞতা মূর্খতার জন্য সেটা উপলব্ধি করতে চায় না। কিন্তু মু'মিনরা এই বিষয় গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং এর জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞও থাকে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তো তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের ভালোবাসেন এবং জীবনে বহুগুণ বারাকাহ দান করেন। যা বিতাড়িত শায়তানের সহ্য হয় না। তাই সে মু'মিনরা যেন আল্লাহর প্রিয় হতে না পারে,

বিপদগ্রস্ত হয় সেই চেষ্টাই সারাক্ষণ করতে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাই বার বার শায়তন সম্পর্কে মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন-

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا

আর আমার বান্দাদেরকে বল, তারা যেন এমন কথা বলে, যা অতি সুন্দর। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করে; নিশ্চয় শয়তান মানুষের স্পষ্ট শত্রু।(১৭:৫৩)

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۙ

হে বনী আদম, আমি কি তোমাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দেইনি যে, ‘তোমরা শয়তানের উপাসনা করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ ?(৩৬:৬০)

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا

সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। আর শয়তান তাদেরকে কেবল প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতিই দেয়।(৪:১২০)

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۪ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

সে তো শয়তান। সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও।(৩:১৭৫)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا

যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।(৪:৭৬)

আমাদের প্রত্যেকটা খারাপ কাজের জন্য শায়তান ওয়াসওয়াসা দেয়। সেই সব সময় ওত পেতে থাকে মু'মিনকে বিভান্ত্র করার। তার জীবনের একটায় মিশন তা হলো মুমিনদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দুরে রাখা যাতে তারা জান্নাতে প্রবেশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। আর মু'মিনের করনীয় হলো তার ওয়াসওয়াসায় কান না দিয়ে অনবরত আল্লাহর কাছে তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।(৭:২০০)

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ۚ

নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে যখন তাদেরকে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায়।(৭:২০১)

اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করেছে, তাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই।(১৬:৯৯)

১৪. কুরআন থেকে পৃথিবী ও মানবজাতির ইতিহাস জানতে পারা :

প্রতিটা মানুষের জন্য নিজেদের অস্তিত্ব বুঝার জন্য অতীত ইতিহাস জানার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আর কুরআন তো জ্ঞানগর্ভ তাই সেখান থেকেই মানুষ পৃথিবীর শুরুর থেকে বর্তমান সব বিষয় ঈলম অর্জন করতে পারে।

★**পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাস :** পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা জানেন।তিনি মানুষকে সেই বিষয়ে কোনো ঈলম দেননি, এটা একমাত্র উনার হিকমাহ। তবে পৃথিবী সৃষ্টির কিছু কিছু ঈলম তিনি কুরআনের মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছেন।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰي عَلَي الْعَرْشِ ۟ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۢ بِاَمْرِهٖ ۗ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ۗ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে উঠেছেন। তিনি রাতকে দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজী, যা তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব।(৭:৫৪)

★ **সৃষ্টিকুলের ইতিহাস :** এই পৃথিবীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মানুষের সাথে সাথে অসংখ্য বৈচিত্র্যময় প্রাণী, ক্ষুদ্র্যাতি ক্ষুদ্র জীব সৃষ্টি করছেন যার বেশিরভাগই এখনো মানুষের জ্ঞানের বাইরে। এছাড়াও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র,চন্দ্র,সূর্য, তারা, গ্যালাক্সি,মিল্কিওয়ে সহ অজস্র জানা আজানা বস্তুনিয়ে মহাজগৎ সৃষ্টি করেছেন যার বেশির ভাগই আমাদের দৃষ্টির বাইরে এসব সৃষ্টির যতটুকু আমাদের চোখে সামনে তা দেখেই আল্লাহর বড়ত্ব, ক্ষমতা কত বেশি তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না যদি সবটা জানতাম তাহলে আমাদের কী অবস্থা হতো।প্রয়োজনের অতিরিক্ত জ্ঞান আমাদের ধারণা ক্ষমতার বাইরে বলই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সেগুলো গায়েব রেখেছেন।

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۗ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ۗ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰي تُصْرَفُوْنَ

তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নাফ্স থেকে, তারপর তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তু থেকে তোমাদের জন্য দিয়েছেন আট জোড়া*; তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন তোমাদের মাতৃগর্ভে; এক সৃষ্টির পর আরেক সৃষ্টি, ত্রিবিধ অন্ধকারে**; তিনিই আল্লাহ; তোমাদের রব; রাজত্ব তাঁরই; তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তারপরও তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে?***(৩৯:৬)

* আট জোড়া চতুষ্পদ জন্তু: মেষের দু'টি ও ছাগলের দু'টি, উটের দু'টি ও গরুর দু'টি।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চাঁদকে আলোময় আর তার জন্য নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন মনযিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা এবং (সময়ের) হিসাব। আল্লাহ এগুলো অবশ্যই যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।(১০:৫)

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا

বরকতময় সে সত্তা যিনি আসমানে সৃষ্টি করেছেন বিশালকায় গ্রহসমূহ। আর তাতে প্রদীপ ও আলো বিকিরণকারী চাঁদ সৃষ্টি করেছেন।(২৫:৬১)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ۙ

আর আমি আসমানে স্থাপন করেছি কক্ষপথসমূহ এবং তাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছি দর্শকদের জন্য।(১৫:১৬)

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

আর আসমানসমূহ ও যমীনে গায়েবী বিষয় আল্লাহরই। আর কিয়ামতের ব্যাপারটি শুধু চোখের পলকের ন্যায়। কিংবা তা আরো নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।(১৬:৭৭)

★ **মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস :** আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মানুষকে সৃষ্টি করছেন মাটি থেকে। তিনি আমাদের আদি পিতা আদম আ. কে কোনো পিতা মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন

এবং তারপরে পৃথিবীর সকল মানুষকে তার পৃষ্ঠদেশ থেকে সৃষ্টি করেছেন। এই সম্পর্কিত ঈলম কুরআনেই পাওয়া যায়।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۚ

আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি।(২৩:১২)

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۪

তারপর আমি তাকে শুক্ররূপে সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি।(২৩:১৩)

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ؕ

তারপর শুক্রকে আমি 'আলাকায় পরিণত করি। তারপর 'আলাকাকে গোশতপিন্ডে পরিণত করি। তারপর গোশতপিন্ডকে হাড়ে পরিণত করি। তারপর হাড়কে গোশত দিয়ে আবৃত করি। অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়!(২৩:১৪)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰي وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرٌ

আর আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপর শুক্রবিন্দু থেকে তারপর তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন এবং নারী তার গর্ভে যা ধারণ করে আর যা প্রসব করে তা আল্লাহর জ্ঞাতসারেই হয়। আর কোন বয়স্ক ব্যক্তির বয়স বাড়ানো হয় না কিংবা কমানো হয় না কিন্তু তা তো রয়েছে কিতাবে*; নিশ্চয় তা আল্লাহর জন্য সহজ। (৩৫:১১)

* 'কিতাব' বলতে এখানে 'লওহে মাহফুয' বা সংরক্ষিত ফলককে বুঝানো হয়েছে।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓي اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّي عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ

তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কাদা মাটি থেকে তারপর নির্ধারণ করেছেন একটি কাল, আর তাঁর কাছে আছে একটি নির্দিষ্ট কাল, তারপর তোমরা সন্দেহ কর।(৬:২)

★ **নবী রাসুল ও পূর্ববর্তী জাতিদের ইতিহাস :** পৃথিবীর বয়স কত তা হিসাব করা মুশকিল। পৃথিবীর শুরু থেকে কোনো কাগজ, মিডিয়া, ইন্টারনেট ছিল না যে ওই সময়কার কথা কাহিনী গুলো আমাদের কাছে পৌঁছাবে। আমরা হয়তো কয়েক হাজার বছর আগে ঘটে আসা পৃথিবীর বুকের কোনো ইতিহাসই জানতে পারতাম না যদি না কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের জানাতেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা অসংখ্য জাতি, নবী, রাসূলের জীবন, নিয়ে আলোচনা করেছেন। কুরআন থেকে আমরা যেমন আদ, সামূদ, কওমে লুত,কওমে নূহসহ আরো নানা জাতির কথা জানতে পারি যে কীভাবে তাদের গোমরাহি সীমালঙ্ঘনের কারনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাদের শাস্তি দিয়েছেন এবং মুমিনরা সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহন করে। আবার কুরআনে ২৫ জন নবী রাসুলদের কথা এসেছে এবং তাদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। এসব আয়াত থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে পৃথিবীর শুরু থেকেই আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন ইসলাম। প্রত্যেকটা নবী রাসুল একমাত্র তাঁর দ্বীন কায়েম করার জন্য মানুষের মাঝে দাওয়াত দিয়ে গেছেন। ইহুদি খৃষ্টানরা তাদের নবীদের নামে মিথ্যাচার করে,তাদের বাণী বিকৃত করে ফেলেছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনের মাধ্যমে আমাদের কে সঠিক জ্ঞান দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। যেসব নবীদের কথা কুরআনে এসেছে -

• **আদম আ. :** আদম আ. কে নিয়ে কুরআনে বহু আয়াত নাযিল হয়েছে, তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَي الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

আর তিনি আদমকে নামসমূহ সব শিক্ষা দিলেন তারপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। সুতরাং বললেন, ‘তোমরা আমাকে এগুলোর নাম জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও’।(২:৩১)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۗ اَبٰي وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, ‘তোমরা আদমকে সিজদা কর’। তখন তারা সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে অস্বীকার করল এবং অহঙ্কার করল। আর সে হল কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।(২:৩৪)

وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

আর আমি বললাম, ‘হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তা থেকে আহার কর স্বাচ্ছন্দ্যে, তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী এবং এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না, তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।(২:৩৫)

فَتَلَقّٰۤي اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

অতঃপর আদম তার রবের পক্ষ থেকে কিছু বাণী পেল, ফলে আল্লাহ তার তাওবা কবূল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবূলকারী, অতি দয়ালু।(২:৩৭)

এই আয়াতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষনীয়,খৃষ্টানরা মুসলিমদের মাঝে বিভ্রান্ত ছড়ানোর চেষ্টা করে যে আদম আ. ও হাওয়া আ. কে আল্লাহ রাগান্বিত হয়ে জান্নাত থেকে বের করে দেয়, কিন্তু এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি তাদের তাওবা কবুল করেছেন। পরে তিনি তাদেরকে খলিফা হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

• **ইব্রাহিম আ. :** ইব্রাহিম আ. হচ্ছেন খলিলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর বন্ধু। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা উনাকে আল্লাহর ঘর পুনঃনির্মানের মর্যাদা দান করেছেন। উনার জীবনের অনেক ঘটনায় কুরআনে বর্নিত হয়েছে।

وَاِذِ ابْتَلٰۤي اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ

আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি বাণী দিয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর সে তা পূর্ণ করল। তিনি বললেন, ‘আমি তোমাকে মানুষের জন্য নেতা বানাব’। সে বলল, ‘আমার বংশধরদের থেকেও’? তিনি বললেন, ‘যালিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না’।(২:১২৪)

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

হে কিতাবীগণ, তোমরা ইবরাহীমের ব্যাপারে কেন বিতর্ক কর? অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তার পরই অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমরা কি বুঝবে না?(৩:৬৫)

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিল না, নাসারাও ছিল না; বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।(৩:৬৭)

• **নুহ আ. :** আদম আ. পর নুহ আ. ই অনেক বছর হায়াত পেয়েছিলেন, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মুজিজা।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰي قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ

আর আমি অবশ্যই নূহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিল। অতঃপর মহা-প্লাবন তাদের গ্রাস করল, এমতাবস্থায় যে তারা ছিল যালিম।(২৯:১৪)

• **লুত আ. :** লুত আ. এর এমন এক জাতি যারা দুনিয়ার বুকে সমকামীতার মতো চরম সীমালঙ্ঘন করেছিল, তাদের সীমালঙ্ঘন এত বেশি ছিল যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাদেরকে জমিনকে উপর থেকে উল্টে দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দেন। সুরাতুল হুদে এই কাহিনি বর্নিত হয়েছে।

وَاِلٰي عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

আর (প্রেরণ করলাম) আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে। সে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না'?(৭:৬৫)

• **স্বলেহ আ. :** সামুদ জাতির কাছে স্বলেহ আ. প্রেরিত হয়েছিলেন। এরা অনেক উন্নত জাতি ছিল পাহাড় কেটে বাড়ি বানাত।কিন্তু তারা স্বলেহ আ. এর দাওয়াত কবুল করেনি বরং অহংকার করে আল্লাহর জমিনে ফিতনা ফাসাদ করেছিল ফলে তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দেন।

وَاِلٰي ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

আর সামূদের নিকট (প্রেরণ করেছি) তাদের ভাই সালিহকে। সে বলল, ‘হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই। নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। এটি আল্লাহর উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ। সুতরাং তোমরা তাকে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর যমীনে আহার করুক। আর তোমরা তাকে মন্দ দ্বারা স্পর্শ করো না। তাহলে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব পাকড়াও করবে’।(৭:৭৩)

• **হুদ আ. :** আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আদ জাতির কাছে হুদ আ. কে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তারা তার দাওয়াত কবুল করেনি অল্প কয়েকজন ব্যতিত বরং সীমালঙ্ঘন করেছিল তাই আল্লাহ তাদেরও ধ্বংস করে দেন। সুরাতুল আরাফ,হুদ,শুয়ারা, আহকাফে এদের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

• **সুলাইমান আ. :** সুরাতুল নামল এর ১৫-৪৪ নং আয়াতে সুলাইমান আ. এর ঘটনা উল্লেখ আছে।

• **মুসা আ. :** মুসা আ. কে বনী ইসরায়েলের কাছে, মিশরের ফিরআউনের কাছে পাঠানো হয়েছিল যে কিনা নিজেকে রব দাবি করতো। ফিরআউন মুসা আ. এর দাওয়াত কবুল

করেনি বরং তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাকে সমুদ্রের মাঝে ডুবিয়ে ধ্বংস করেন। তার এই সীমালঙ্ঘনের শাস্তি মু'মিনপর জন্য চির স্মরণীয় রাখতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তার লাস এখনও সংরক্ষিত রেখেছে। কুরআনে মুসা আ. জীবনী নিয়ে প্রচুর আয়াত রয়েছে। এরপর মুসা আ. এর কওম বনী ইসরায়েলকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা অনেক নিয়ামাত দান করেন কিন্তু তারাও সীমালঙ্ঘন করে ফলে তারা একটি অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হয়।

وَاٰتَيْنَا مُوْسَي الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًي لِّبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا
আর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তা বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশ বানিয়েছি। যেন তোমরা আমাকে ছাড়া কোন কর্মবিধায়ক না বানাও।(১৭:২)

• **ঈসা আ. :** ঈসা আ. আল্লাহর কুদরতে পিতা ছাড়াই মারিয়াম আ. এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উনাকে বনী ইসরায়েলের কাছে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তাদের অধিকাংশ তার বাণী প্রত্যাখ্যত করে তাকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ হয়। পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাকে নিজ কুদরতে আসমানে তুলে নেন। খৃষ্টানরা তার নামে যেসব মিথ্যাচার করে অর্থাৎ তাকে আল্লার সন্তান দাবি করে এবং রবের মর্যাদা দিতে চায়, তা খন্ডাতে কিয়ামতের আগে তিনি আবার দুনিয়ায় আসবেন এবং দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ফিতনা দাজ্জালকে কতল করবেন ইন শা আল্লাহ।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَي اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۭ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَي ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَآ اِلٰي مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۡ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ڗ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۭ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۭ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۭ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَكَفٰي بِاللّٰهِ وَكِيْلًا
হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর উপর সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলো না। মারইয়ামের পুত্র মাসীহ ঈসা কেবলমাত্র আল্লাহর রাসূল ও তাঁর কালিমা, যা তিনি প্রেরণ করেছিলেন মারইয়ামের প্রতি এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না, 'তিন'।

তোমরা বিরত হও, তা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহই কেবল এক ইলাহ, তিনি পবিত্র মহান এ থেকে যে, তাঁর কোন সন্তান হবে। আসমানসূহে যা রয়েছে এবং যা রয়েছে যমীনে, তা আল্লাহরই। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।(৪:১৭১)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَي ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَي اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰي عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۠

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও। যেমন মারইয়াম পুত্র ঈসা হাওয়ারীদেরকে* বলেছিল, আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী। তারপর বনী-ঈসরাইলের মধ্য থেকে একদল ঈমান আনল এবং অপর এক দল প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর যারা ঈমান আনল আমি তাদেরকে তাদের শত্রুবাহিনীর ওপর শক্তিশালী করলাম। ফলে তারা বিজয়ী হল। (৬১:১৪)

*ঈসাঃ (আঃ) এর খাস অনুসারীদেরকে হাওয়ারী বলা হত।

• **ইউসুফ আ. :** ইউসুফ আ. এর জীবনী থেকে মুমিনরা অনেক অনেক সুন্দর সবরের শিক্ষা পায়। সুরাতুল ইউসুফে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সে বিষয়ে সবিস্তর আলোচনা করেছেন।

• **মুহাম্মাদ সা. :** পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ, শ্রেষ্ঠ নবী,শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উনার উপরই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআনুল কারিম নাযিল করেছেন। এই জামানার মু'মিনদের সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে যে তারা উম্মাতে মুহাম্মাদি। তিনি প্রত্যেকটা মুমিনের আদর্শ, সর্বোত্তম অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি সেই ১৪০০ বছর আগেই আমাদের কল্যানের জন্য ফিকির করেছেন আমাদের কল্যাণের পথ নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তিনি সারাটা জীবন এই উম্মাতের ফিকির কর গেছেন। কুরআনের পরেই মু'মিনরা যে বিষয়কে মেনে চলবে তা হলো রাসূল সা. এর

হাদীস। কুরআনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হিদায়াহ বানিয়েছেন এবং কিভাবে সেই হিদায়াহকে জীবনে প্রয়োগ করবো রাসূল সা. আমাদের সেই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তিনি শেষ নবী,তার আগমনে পূর্ববর্তী সকল কিতাব রহিত হয়ে গেছে এবং পরবর্তীতেও আর কোনো নবী রাসুল আসবেন না।

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।(৩:১৬৪)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।(৩৩:২১)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ ؕ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।* আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (৩৩:৪০)

- **এছাড়াও আরো যেসব নবী রাসুলদের কথা এসেছে - ইলিয়াস, আইয়ুব, দাউদ , যুলকিফল , হারুন, ইদ্রীস, ইয়াসা, ইউনুস, ইয়াকুব, ইসহাক, ইসমাইল, সুয়াইব, ইহইয়া, জাকারিয়া আলাইহুমুস সালাম।**

১৫. আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে :

মানুষ স্বভাবতই ভালোবাসা প্রিয়। সে সব সময় অন্যের সুদৃষ্টি, প্রশংসা,ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা পেতে চায়। আর এসব পাওয়া আশায় মানুষ কত কী ই না করে। অনেক কিছু করার পরও দেখা যায় তার সেই আকাঙ্খিত প্রশংসা ভালোবাসা পাওয়া হয়ে উঠে না কারণ এটা মানুষের সীমাবদ্ধতা। অথচ সবচেয়ে সহজ হচ্ছে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া। আর যদি কেউ আল্লাহর ভালোবাসা পায় তবে আল্লাহ আসমানবাসি ও দুনিয়ারবাসির অন্তরেও তার জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন।রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন-

'আল্লাহ যখন কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তখন জিবরিলকে ডেকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো।

অতঃপর জিবরিল আলাইহিস সালাম তাকে ভালোবাসতে থাকেন। তারপর (জিবরিল) আকাশবাসীকে (ফেরেশতাদের) বলে দেন যে, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। অতএব তোমরা তাকে ভালোবাসো। তখন আকাশের সকল ফেরেশতা তাকে ভালোবাসতে থাকেন। অতঃপর সে ব্যক্তি জমিনেও সবার প্রিয় হয়ে যায়।' [সহীহ মুসলিম]

আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে মুমিনের কী কী করণীয় তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনেই জানিয়ে দিয়েছেন।

- 'আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।' [সুরা বাকারা : ১৯৫]
- 'আল্লাহ পবিত্র মানুষদের ভালোবাসেন।' [সুরা তওবা : ১০৮]
- 'আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন।' [সুরা বাকারা : ২২২]
- 'আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।' [সুরা আলে ইমরান : ৭৬]
- 'আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।' [সুরা আলে ইমরান : ১৪৬]
- আল্লাহ (তার ওপর) নির্ভরকারীদের ভালোবাসেন।' [সুরা আলে ইমরান : ১৫৯]
- 'আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠদের ভালোবাসেন।' [সুরা মায়িদা : ৪২]
- '(হে রাসুল!) আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও; তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন।' [সুরা আলে ইমরান : ৩১]

১৬. পরিশেষে চিরস্থায়ী আবাসস্থল বুকিং :

মু'মিনের জীবনে একটাই উদ্দেশ্য তা হচ্ছে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ। কারণ দুনিয়ার জীবন তো ক্ষণস্থায়ী, আমরা এখানে দুদিনের মুসাফির মাত্র, আর আখিরাতই হলো আমাদের আসল জীবন যার কোনো শেষ নেই। মু'মিন তার এই উদেশ্য পূরণের জন্যই সে সারাটাজীবন প্রতিটা কাজ আল্লাহর নির্দেশনা মতো করে যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। কুরআনে আল্লাহ মুমিনের উৎসাহের জন্য জান্নাত বিবরন দিয়ে অনেক আয়াত নাযিল করেছেন। যদি মানুষ যতটুকু কল্পনা করতে পারে জান্নাত তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি নিয়ামাতে পরিপূর্ণ।

جَزَاۤؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّه ۚ

তাদের রবের কাছে তাদের **পুরস্কার** হবে স্থায়ী জান্নাত, **যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত**, সেখানে তারা থাকবে **স্থায়ীভাবে**। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। এটি তার জন্য, যে স্বীয় রবকে ভয় করে।(৯৮:৮)

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَي الْاَرَآئِكِ ؕ نِعْمَ الثَّوَابُ ؕ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا

এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। সেখানে তাদেরকে **অলংকৃত করা হবে স্বর্ণের চুড়ি** দিয়ে এবং তারা পরিধান করবে **মিহি ও পুরু সিল্কের সবুজ পোশাক**। তারা সেখানে (থাকবে) **আসনে হেলান** দিয়ে। কী উত্তম প্রতিদান এবং কী সুন্দর **বিশ্রামস্থল** !(১৮:৩১)

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ؕ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۙ

স্থায়ী জান্নাতসমূহ যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ। তারা চাইবে, তাদের জন্য তার মধ্যে তাই থাকবে। এভাবেই আল্লাহ **মুত্তাকীদের প্রতিদান** দেন।(১৬:৩১)

لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ

সেখানে তাদেরকে **ক্লান্তি স্পর্শ করবে না** এবং তারা সেখান থেকে **বহিষ্কৃতও হবে না**।(১৫:৪৮)

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا

তারা সেখানে **'শান্তি'** ছাড়া কোন অর্থহীন কথা শুনবে না এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জন্য থাকবে তাদের **রিযক**।(১৯:৬২)

আবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে জাহান্নামের বিবরণও দিয়েছেন যেন মু'মিনরা এর ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে দুনিয়ায় সীমালঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকে।

وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ

আর যারা আমার **আয়াতসমূহকে ব্যর্থ** করে দেয়ার চেষ্টা করে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।(২২:৫১)

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۟ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا

বরং তারা **কিয়ামতকে অস্বীকার** করেছে আর কিয়ামতকে যে অস্বীকার করে তার জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি **জ্বলন্ত আগুন**।(২৫:১১)

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ

তারা কি জানে না, যে ব্যক্তি **আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা** করে, তবে তার জন্য অবশ্যই জাহান্নাম, তাতে সে **চিরকাল** থাকবে। এটা **মহালাঞ্ছনা**।(৯:৬৩)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

নিশ্চয় যারা আমার **আয়াতসমূহকে অস্বীকার** করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব **আগুনে**। যখনই তাদের **চামড়াগুলো পুড়ে যাবে তখনই আমি তাদেরকে পালটে দেব অন্য চামড়া** দিয়ে যাতে তারা আস্বাদন করে আযাব। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪:৫৬)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا

আর বল, 'সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে যেন ঈমান আনে এবং যে ইচ্ছা করে সে যেন কুফরী করে। নিশ্চয় আমি যালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করেছি, যার **প্রাচীরগুলো তাদেরকে বেষ্টন** করে রেখেছে। যদি তারা পানি চায়, তবে তাদেরকে দেয়া হবে এমন **পানি যা গলিত ধাতুর** মত, যা চেহারাগুলো ঝলসে দেবে। কী নিকৃষ্ট পানীয়! আর কী মন্দ বিশ্রামস্থল!(১৮:২৯)

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ

অতএব তুমি তাদেরকে **যন্ত্রণাদায়ক আযাবের** সুসংবাদ দাও।(৮৪:২৪)

تَصْلٰي نَارًا حَامِيَةً ۙ

তারা প্রবেশ করবে **জ্বলন্ত আগুনে**। (৮৮:৪)

تُسْقٰي مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ؕ

তাদের **পান** করানো হবে **ফুটন্ত ঝর্ণা** থেকে।(৮৮:৫)

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۙ

তাদের জন্য **কাঁটাবিশিষ্ট গুল্ম** ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না।(৮৮:৬)

জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৭০ গুন বেশি উত্তপ্ত হবে। দুনিয়ায় যেখানে আমরা আগুনের সামান্য ছ্যাক সহ্য করতে পারি না সেখানে জাহান্নামের আযাব সহ্য তো কল্পনাতে আনতেও ভয় হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে আমাদের হিফাজত করুক। কিভাবে আমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারবো এবং জান্নাত খরিদ করতে পারবো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের সেই পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন।

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ؕ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ۝

যারা **ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে** নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।(২২:২৩)

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَي الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓي اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ۝

আর যারা তাদের **রবকে ভয়** করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে এসে পৌঁছবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা ভাল ছিলে। অতএব স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে প্রবেশ কর'।(৩৯:৭৩)

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ۝

আল্লাহ বলবেন, 'এটা হল সেই দিন যেদিন **সত্যবাদীগণকে** তাদের সততা উপকার করবে। তাদের জন্য আছে জান্নাতসমূহ যার নীচে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাদের প্রতি **সন্তুষ্ট** হয়েছেন, তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এটা **মহাসাফল্য**।(৫:১১৯)

الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

যারা **বিশ্বাস** করে যে, তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তারা তাঁর দিকে ফিরে যাবে।(২:৪৬)

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوْا خَيْرًا ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ۙ

আর যারা **তাকওয়ার** অবলম্বন করেছে, তাদের বলা হল, 'তোমাদের রব কী নাযিল করেছেন'? তারা বলল, **'কল্যাণ'**। যারা এই **দুনিয়ায় উত্তম কাজ করেছে**, তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য। আর নিশ্চয় আখিরাতের আবাস উত্তম এবং **মুত্তাকীদের** আবাস কতইনা উত্তম!(১৬:৩০)

يَوْمَ تَرَي الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰي نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۚ

সেদিন তুমি **মুমিন পুরুষদের ও মুমিন নারীদের** দেখতে পাবে যে, তাদের সামনে ও তাদের ডান পার্শ্বে তাদের নূর ছুটতে থাকবে। (বলা হবে) 'আজ তোমাদের সুসংবাদ হল জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত, তথায় **তোমরা স্থায়ী হবে**। এটাই হল **মহাসাফল্য**।(৫৭:১২)